সাপ্তাহিক
জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 25 No.30 Thursday 10 October 2024 Weekly Janmobhumi New York Free in USA
২৫তম বর্ষ. ৩০তম সংখ্যা. বৃহস্পতিবার ১০ অক্টোম্বর ২০২৪ / ২২ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ   মূল্য ছাড়া (ফ্রি)

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন **www.jonmobhumi.com**

আলোয় ঝলমলে টাইম্‌স স্কয়ারে দুর্গাপূজায়
বিশ্বব্যাপী হিন্দুরা আন্দোলিত

শিতাংশু গুহ, নিউইয়র্ক। আলোয় ঝলমলে টাইম্‌স স্কয়ারে ইতিহাস সৃষ্টি করে এবার মহা ধুমধামে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূজায় মানুষের ঢল নামে, শুধু বাংলাদেশের হিন্দু নন, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা এতে বিপুলভাবে অংশ নেন। আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেট, সাউথ আমেরিকা, নেপালের হিন্দুর-বাকী ২২ পাতায়

প্রচ্ছদ একেঁছেনঃ রাগীব আহসান

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দধারা বহিছে ভূবনে

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

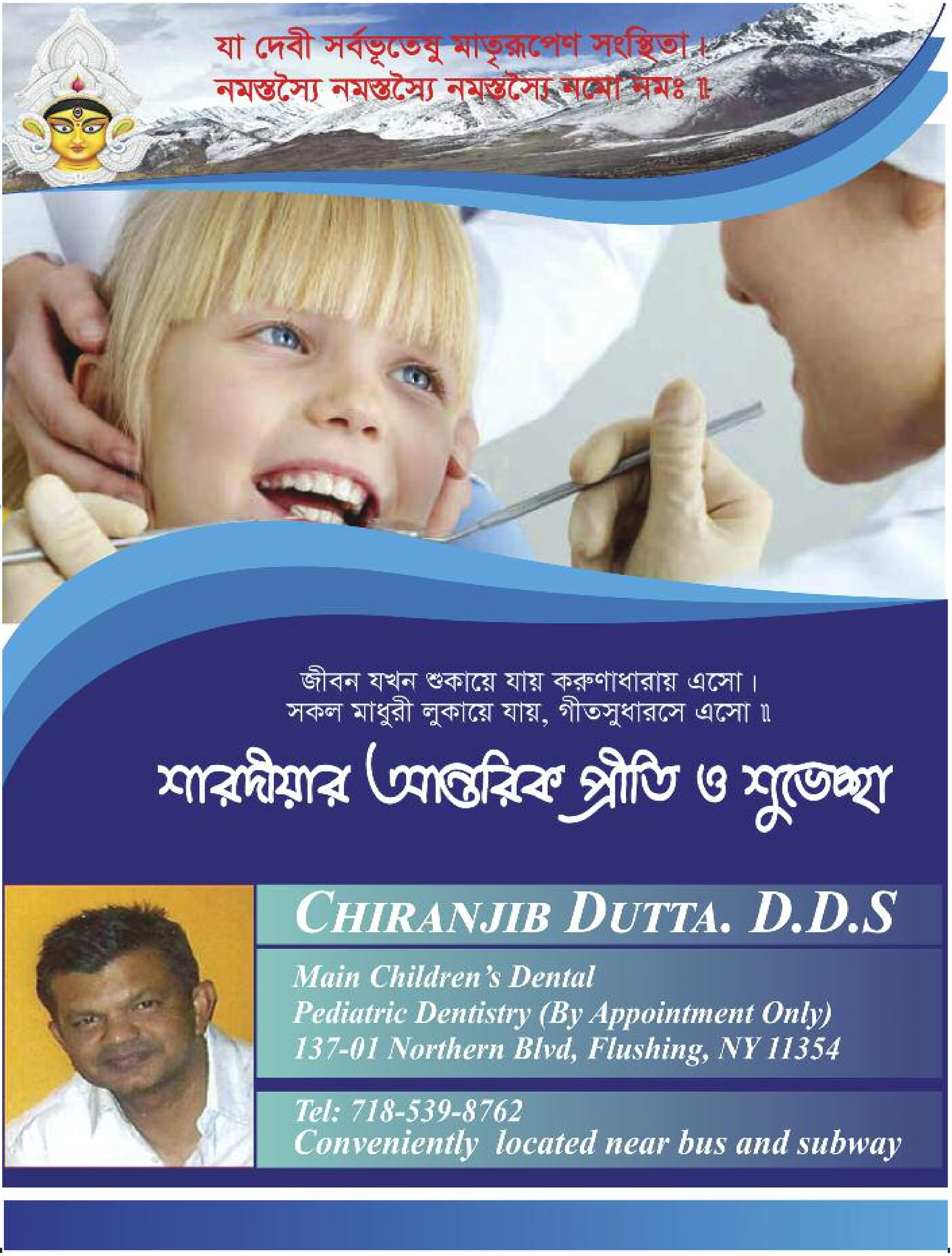

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

দেবী দুর্গা ও তার বাহন

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

দেবী প্রকৃতপক্ষে সব দেবাত্মশক্তির বিগ্রহরূপা। মানুষের মধ্যে দেবাত্মশক্তির জাগরণ ও বিকাশ না হলে মানুষের অন্তরস্থিত কামরূপী, লোভরূপী, ক্রোধরূপী, হিংসারূপী, বিবেকহীনতারূপী পশু ও অসুরের বিনাশ সম্ভব নয়।

পশু ও অসুরের মিলিত রূপ মহিষাসুর তো আমাদেরই মধ্যস্থিত কলঙ্কিত সত্তা। আবার দেবতেজঃসম্ভবা দুর্গা বা দেবশক্তিও মানুষের অন্তরস্থিত সত্তা। কিন্তু সেই সত্তা থাকে পশু ও অসুর সত্তার দ্বারা আচ্ছন্ন। বিবেকের অঙ্কুশ যখন আমাদের চেতনাকে বিদ্ধ করে তখনই আমাদের প্রথম জাগরণ ঘটে। নিদ্রাভঙ্গের সেই প্রার্থিত প্রহরে আমাদের মধ্যে দেবসত্তার প্রথম উন্মেষ ঘটে। সেই উন্মেষকে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করতে হয়।

সেই পথে অগ্রগতির জন্য প্রথমে চাই এই সচেতনতা-আমাদের শক্তি যেন বহুধাবিভক্ত না হয়, আমাদের শক্তিকে 'সংহত' বা 'কেন্দ্রীভূত' করতে হবে। কেন্দ্রীভূত শক্তির অর্থ বা তাৎপর্য 'সম্পদ' আহরণ। এ সম্পদ নিছক ঐহিক সম্পদ নয়, এ সম্পদ বুদ্ধিকে শুভব্রতে স্থির ও সদা জাগ্রত রাখার কৌশল। শুভব্রতে বুদ্ধিকে স্থির ও সদাজাগ্রত রাখলে নিত্য ও অনিত্যের 'জ্ঞান' বিকশিত হয়। কেন্দ্রীভূত শক্তি, বুদ্ধির স্থিরত্ব এবং জ্ঞানের বিকাশকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজন 'যোদ্ধৃত্ব' ও 'বীর্য'। এসব যখন পূর্ণ বিকশিত হয়, তখনই আমাদের অন্তরে দেবশক্তি বা দেবীর বিকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই বিকাশই শিব বা সর্বকল্যাণের নিধান।

দেবী মহিষাসুরমর্দিনী। ঋগ্বেদে 'মহিষ' শব্দের অর্থ 'প্রভূত বলশালী' (ঋগ্বেদ, ৮-১২-৮)। মহিষাসুর প্রচণ্ড ক্ষমতাবান। শক্তির বিরাট জাগরণ হয়েছে তার মধ্যে, কিন্তু সেই শক্তি মদমত্তশক্তি, অসংযত বিপুল শক্তি। মহিষাসুর যেন গণশক্তি বা শূদ্রশক্তির প্রতীক। পৃথিবীব্যাপী শূদ্রশক্তির প্রবলতা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই শক্তি যদি কল্যাণবুদ্ধি ও বিবেক ঋদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত ও পরিচালিত না হয়, তাহলে সেই অপরিমেয় শক্তি জগৎকে ধ্বংস করে দিতে পারে। শুধু ভোগতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়পরতার দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কামনার তাড়নায় অন্ধ হয়ে শুভাশুভ বোধ হারিয়ে তা মহাবিপর্যয় ঘটিয়ে বসতে পারে। শূদ্রের অপরিমেয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে শিবশক্তির দ্বারা। 'মর্দন' শব্দের অর্থ বিনাশ নয়, দমন। শূদ্রশক্তির নাশ নয়, শূদ্রশক্তিকে শিবশক্তির দ্বারা দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবেই বাঞ্ছিত ফল লাভ হবে। এ দমনের কাজে শিবশক্তির সহযোগী শক্তি ঐক্যশক্তি, অর্থশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও বীর্যশক্তি। সুনিয়ন্ত্রিত শূদ্রশক্তি জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করতে সমর্থ। শূদ্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ঐক্যশক্তি, অর্থশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও বীর্যশক্তির দ্বারা, যার পেছনে থাকবে সামগ্রিক কল্যাণশক্তির প্রেরণা। সেই অবস্থাটিই রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতার সুষ্ঠু বিকাশ ও উৎকর্ষের জন্য 'আদর্শ'।

আরেকটি দিক দিয়েও বিষয়টিকে দেখা যায়। যে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনবল, অর্থবল, জ্ঞানবল ও বাহুবলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যে এ বল চারটি বর্ণে বিভক্ত-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। চতুর্বর্ণের এ বিভাজন ভেদাত্মক নয়, কর্ম ও গুণাত্মক। আবার কোনোটি কোনোটির নিরপেক্ষ নয়। একে অন্যের সহযোগী ও পরিপূরক। বস্তুত, একটি 'আদর্শ' রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো সেটি, যেখানে ব্রাহ্মণ্যশক্তির জ্ঞান, ক্ষাত্রশক্তির শৌর্যবীর্য, বৈশ্যশক্তির সম্পদ ও সম্প্রসারণশীলতা এবং শূদ্রশক্তির শ্রম ও দৈহিক শক্তি সংহত বা ঐক্যবদ্ধ বা সমন্বিত। লক্ষণীয়, এখানে সরস্বতী, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, মহিষাসুর ও গণেশ প্রত্যেকে স্ব-স্ব তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত এবং সবকিছুর মূলে উপস্থিত অবশ্যই শিব ও দুর্গা। এভাবে পরিবার-সমন্বিতা দুর্গার ভাবনায় যেন সুস্থ সমাজ, সুস্থ জাতি ও সুস্থ রাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিতই আমরা পাই। প্রসঙ্গত, ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ 'দেবীসূক্তে' দেবী নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করছেন-'অহং রাষ্ট্রী আমিই বিশ্বভুবনের সম্রাজ্ঞী। জগৎরূপ রাষ্ট্রের আমিই কর্ত্রী।'

দেবীর বাহন সিংহ। প্রবল পরাক্রান্ত মহিষরূপী অসুরের মর্দনের জন্য দেবীর বাহন সিংহ হওয়াই তো স্বাভাবিক, যার এক মুষ্টাঘাতেই বিশাল মহিষের মস্তক চূর্ণ হয়ে যায়। কামরূপী মহিষকে পর্যুদস্ত করার জন্য বীর্যরূপী পশুরাজ কেশরীকেই তো প্রয়োজন। কামরূপী মহিষাসুর তমোগুণের প্রতীক। পৌরুষ ও বীর্যের শক্তিতে দীপ্তিমান সিংহ রজোগুণের প্রতীক এবং জ্ঞানময়ী দুর্গার মধ্যে সত্ত্বগুণ কায়াবতী। তমোগুণকে দমন করার জন্য প্রয়োজন রজোগুণ, আবার রজোগুণকে সত্ত্বগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সে জন্যই মহিষাসুরের উপরে সিংহ এবং সিংহ আবার দেবীর চরণাশ্রিত। যেখানে অবিমিশ্র তমোগুণ সেখানে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। তমোগুণ যখন রজোগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তখন বিপর্যয়ের গতি হয় রুদ্ধ। কিন্তু বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তখনো তিরোহিত নয়। বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নির্মূল হয় তখনই যখন রজোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সেখানেই সাধকের গতির যতি নয়। কারণ, সাধকের লক্ষ্য সংসারবন্ধনের মূলোচ্ছেদ। অপকর্ষ ও উৎকর্ষের বিচারে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বের উত্তরোত্তর ব্যবধান থাকলেও সাধকের লক্ষ্য তিন গুণের সীমাকে অতিক্রম করা। কারণ, গুণত্রয়ই সংসারবন্ধনের মূল। অতএব, শুধু তমঃ ও রজঃ গুণের ঊর্ধ্বে ওঠাই যথেষ্ট নয়, সত্ত্বগুণের সীমাকেও অতিক্রম করতে হবে। সংসারবন্ধনের নিবৃত্তি এবং সাধনার সমাপ্তি হয় তখনই যখন সত্ত্বগুণের লেশটুকুও অন্তর্হিত হয়। দেবী শুদ্ধসত্ত্বময়ী। তিনি তার রজোগুণান্বিত বাহন সিংহের মাধ্যমে তমোগুণাচ্ছন্ন মর্তপীড়ক মহিষাসুরকে নির্জিত করেছেন। মর্তে দ্বন্দ্ব থেমেছে, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু শিব বা নিত্য কল্যাণের প্রতিষ্ঠা? তার জন্য প্রয়োজন দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে উত্তরণ। সমস্যার স্থায়ী সমাধান শুধু সেখানেই। কারণ, যে ভূমিতে দ্বন্দ্ব, সেই ভূমিতে স্থায়ী সমাধান অসম্ভব। দ্বন্দ্বাতীত সেই ভূমি হলো ব্রহ্মনির্বাণ বা ব্রহ্মচৈতন্য উপলব্ধির ভূমি। ত্রিগুণাতীত সেই ভূমিতে পরম শিবের অবস্থান। সে জন্যই গুণময়ী দেবীর মাথার উপরে গুণাতীত দেবাদিদেব শিবের অধিষ্ঠান। মর্তের মালিন্য যাকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই উত্তুঙ্গ শিখরে পরম ধাম তুষারধবল কৈলাস অবস্থিত। শুদ্ধ মনের নির্মল মানস সরোবরে তার উদ্ভাসন ধরা পড়ে, কিন্তু তার পূর্ণ উপলব্ধির জন্য সাধককে সেখানে উপস্থিত হতে হয়। সেই উত্তরণেই সাধনার সমাপ্তি এবং সাধকের লক্ষ্যপ্রাপ্তি। সেই উত্তরণে যেন গঙ্গা এসে উপনীত হয় সাগর সঙ্গমে। এ মিলনের জন্যই তো গোমুখ থেকে ভাগীরথীর দীর্ঘ তীর্থযাত্রা। সাধকের ক্ষেত্রেও তীর্থগতির যতি নির্মল মানস সরোবরে অবগাহন করে সম্পূর্ণ মালিন্য শুদ্ধ হয়ে সিদ্ধির কৈলাস-শিখরে উত্তরণে। সেই উত্তরণের অপর নাম জীবের শিবত্বলা ভুদেহীর ব্রহ্মময়ত্ব প্রাপ্তি।

বস্তুত, যিনিই মহিষাসুর, তিনিই সিংহ, তিনিই দুর্গা এবং তিনিই আবার শিব। শুধু স্তরভেদ, শুধু আত্মোন্মোচন ও আত্মোপলব্ধির ক্রমিক অবস্থা। মহিষ স্তর জীবের সর্বনিু স্তর বা শক্তির অবিকশিত স্তর। সিংহ স্তর জীবশক্তির ক্রমবিকশিত বা ক্রমবিবর্তিত উচ্চতর অবস্থা। দুর্গা স্তর ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত জগতে জীবশক্তির সর্বোচ্চ স্তর। কিন্তু সেটিই সর্বশেষ স্তর নয়। এর পর জীবশক্তির ইন্দ্রিয়াতীত পরম স্তর। সেটি শিব স্তর, যেখানে জীব ও শিবের ব্যবধান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

বিষয়টি এভাবেও ভাবতে পারি : মহিষাসুর স্তর যেন যোগ বা তন্ত্রের প্রথম তিনটি পদ্ম বা চক্র মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর (লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি)। সিংহ স্তর যেন পরবর্তী দুটি পদ্ম বা চক্র অনাহত ও বিশুদ্ধ (হৃদয় এবং কণ্ঠ) এবং দুর্গাস্তর যেন ষষ্ঠ পদ্ম বা চক্র আজ্ঞা (ললাট/ভ্রূমধ্য)। পরিশেষে শিব স্তর যেন সপ্তম বা সর্বশেষ ভূমি সহস্রার (মস্তক/ব্রহ্মরন্ধ্র)। মহিষাসুরই উত্তরিত হতে হতে ক্রমে সিংহ ও দুর্গা হয়ে অবশেষে শিবত্বে উন্নীত হলেন। পুরাণের মতে মহিষাসুরের জন্ম শিবাংশে। মহিষাসুর আসলে জীবরূপী অবিকশিত শিব। অন্যভাবে বলা যায়, মূলাধারে অধিষ্ঠান কুণ্ডলিনী শক্তির। শক্তি তখন অব্যক্ত। সাধনার দ্বারা তার জাগরণ ঘটে। সেই জাগরণ ক্রমশ গুণগত উৎকর্ষে উত্তরিত হয় বিশুদ্ধে এবং পরিশেষে পরম অভিব্যক্তিপ্রাপ্ত হয় সহস্রারে উত্তরণে। সেখানে অধিষ্ঠান শিবের। সেখানে শক্তি ও শিব মিলিত হন। অর্থাৎ জীব শিব হয়ে যায়। পুরাণে বলা হয়েছে, মহিষাসুরকে বধ করেই দুর্গা 'হরপাদমূলে' প্রবেশ করলেন (দ্র. বামনপুরাণ, ২০।৫১)। শিব-দুর্গার এ একাত্মতার তাৎপর্য মহিষাসুর কোনো শরীরী জীব নয়, মহিষাসুর মানুষের অন্তর্নিহিত পশুত্বের প্রতীক। পশুত্বের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের দেবত্বের বিকাশ। মাতৃচরণে মহিষাসুরের নিত্য অবস্থানে সাধকের পরম শরণাগতির ইঙ্গিতও আমরা পাই। সন্তানভাব সর্বাপেক্ষা শুদ্ধভাব। জীব যখন সেই ভাবকে আশ্রয় করে তখন সর্বরিপুর আদিরিপু কাম আর মাথা তুলতে পারে না। আদিরিপুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় ও চতুর্থ রিপু লোভ ও মোহ। পশুর মধ্যে মহিষ এই রিপুত্রয়ের প্রতীক। আর সিংহ? সেও মাতৃচরণে শরণাগত। সিংহ পশুরাজ, কিন্তু পশু তো নিশ্চয়ই। রিপুই তো মানুষের পশুত্ব। সিংহ দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ রিপুর প্রতীকুক্রোধ, -বাকী ১৮ পাতায়

রাজেশ্বরী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী

দুর্গাপূজাঃ কল্যাণের আলো

সেলিনা হোসেন

শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব। শরৎকালের এই উৎসবের যে সার্বজনীনতা রয়েছে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নতুন করে নিষ্প্রয়োজন। আমার 'বাংলাদেশের উৎসব' শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আমি স্পষ্টতই মনে করি, উৎসব মানবিক আবেগের আনন্দঘন এক সার্বজনীন বহিঃপ্রকাশ। এক অর্থে সভ্যতা শুরুর সঙ্গে উৎসবের যোগসূত্র নিবিড়। উৎসব মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'উৎসব' প্রবন্ধে বলেছেন, 'উৎসবের দিনে আমরা সত্যের নামে বৃহত্তর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। ... সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলোর মুকুটমণি স্বরূপ করিয়া তুলি।' বলতে পারি, বাংলাদেশের উৎসব বাঙালির জীবনেও মুকুটমণি স্বরূপ।

আমার স্মৃতির অমূল্য সঞ্চয় ছোটবেলার ঈদ ও পূজার আনন্দ। উৎসবের আনন্দস্মৃতিটুকু হারায়নি। এখনও তীব্র আলোয় জেগে ওঠে সেই স্মৃতির অনির্বাণ শিখা। দুর্গাপূজায় আমাদের বিশেষ আনন্দ ছিল শিউলি ফুল কুড়ানো। নদীর ধারে ছিল গোঁসাইর আখড়া। সেই আখড়ার বিশাল আঙিনার দেয়াল ঘিরে ছিল কয়েকটি বকুলগাছ। সেসব গাছের পাশেই ছিল শিউলি ফুলের গাছ। আমার শৈশবে ঈদের মতো পূজাও ছিল ভীষণ আনন্দের। ওই আনন্দস্মৃতি এখনও ফিরিয়ে নিয়ে যায় শৈশবে। এ কথা শিখেছিলাম, ধর্মের ঊর্ধ্বে মানুষের মিলনের বার্তা। আর এর নিরিখেই বলতে পারি, ধর্মকে ব্যক্তির বিশ্বাস থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার ঘটনা কোনো গণতান্ত্রিক সুস্থ বোধসম্পন্ন দেশে ঘটতে পারে না। এটা অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর আঘাত, ধর্মীয় বোধের ওপর আঘাত। মনে রাখা দরকার, মানুষের সহমর্মিতা মানুষকে শক্তি দেয়।

দুর্গাপূর্জা শুধুই পূজা নয়, উৎসবও। ঋতুর দিক থেকে শরৎ অত্যন্ত মনোরম ঋতু। প্রকৃতিতে বিরাজ করে স্নিগ্ধ আমেজ। এ উৎসবে শুধু পারিবারিক বন্ধনই নয়, দৃঢ় হয় সামাজিক বন্ধনও। দুর্গাপূজার মূল বাণী- মানুষের মঙ্গল। অমঙ্গল দূর করা। যে দুর্গার প্রতিমা আমরা দেখি, তিনি অসুরবধকারিনী। ধর্মের এই মূল সুরটুকুই মানবজীবনের বড় দিক। কল্যাণের-মঙ্গলের মধ্যেই তো নিহিত আছে বেঁচে থাকার অর্থ।

মানুষের পরিচয়ের ভিত্তি কেন মানুষ হিসেবে হবে না? কেন ধর্ম কিংবা অন্য কোনো বিষয় মানুষের পরিচয় মুছে দিয়ে বড় হয়ে উঠবে? কেন হীনস্বার্থ সিদ্ধির কারণে এক দল তাড়া খেয়ে ছুটবে খানিকটা আশ্রয়ের জন্য? মনে পড়ছে একটি গানের কয়েকটি কলি- 'সংখ্যালঘু কোনো সম্প্রদায়ের/ ভয়ার্ত মানুষের না ফোটা আর্তনাদ/ যখন গুমরে কাঁদে/ আমি যেন তার নিরাপত্তা হই ...।' এই গান শুনলে অদ্ভুত এক কালো পর্দা নেমে আসে মনের ওপর। আমরা সব ধর্মের উৎসব নিজেদের মনে করে ঐক্যের পতাকাতলে দাঁড়াতে চাই। আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করলাম। এবারই বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তীও। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা। তারই ডাকে-নেতৃত্বে একাত্তরে রক্তগঙ্গা পেরিয়ে আমরা পেলাম এই রক্তস্নাত বাংলাদেশ। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের। গোটা জাতিকে একতাবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের মতো মহান অধ্যায় রচনায় রাজনীতির এই কবির নেতৃত্বে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, তা বিশ্ব ইতিহাসের অনন্য নজির।

আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে দেখা, দিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের নাগরিক। এখানে অধিকারের ভূমি অসমতল থাকতে পারে না। মানুষের সহমর্মিতার শক্তির জায়গাটুকু আমাদের নাগরিক সমাজে আছে। অশুভ শক্তি কখনও কখনও তা বিনষ্ট করতে চেয়েছে। কিন্তু প্রগতিমনা মানবিক মানুষ তা রুখে দিয়েছে তাদের যূথবদ্ধ অঙ্গীকারে। মানবিকতা হোক আমাদের একমাত্র আশ্রয়। মানুষের কল্যাণ হোক আমাদের ধর্ম। এ দেশের মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে, অশুভর প্রতিরোধের পথে নেমে মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখতে চায়। সুস্থ প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন রাষ্ট্রই দেশের শুভবোধ সম্পন্ন সবার কাম্য। এই বিষয়গুলো যতক্ষণ নিশ্চিত থাকবে, ততক্ষণই আমরা সবাই ভালো থাকব। সবার অধিকার থাকবে সমুন্নত। প্রতিটি উৎসবের অংশীজন হবো আমরা। জয় হোক মানবতার। শারদীয় দুর্গোৎসব কল্যাণের আলো ছড়াক।

লেখকঃ কথাসাহিত্যিক

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

Grand Opening this Friday

Merit Kabab Palace

New Location at 74th Street 37th Avenue (Next to bus stop)

Owner: Abdul Alim

347-935-5953

Friday 11 October 2024

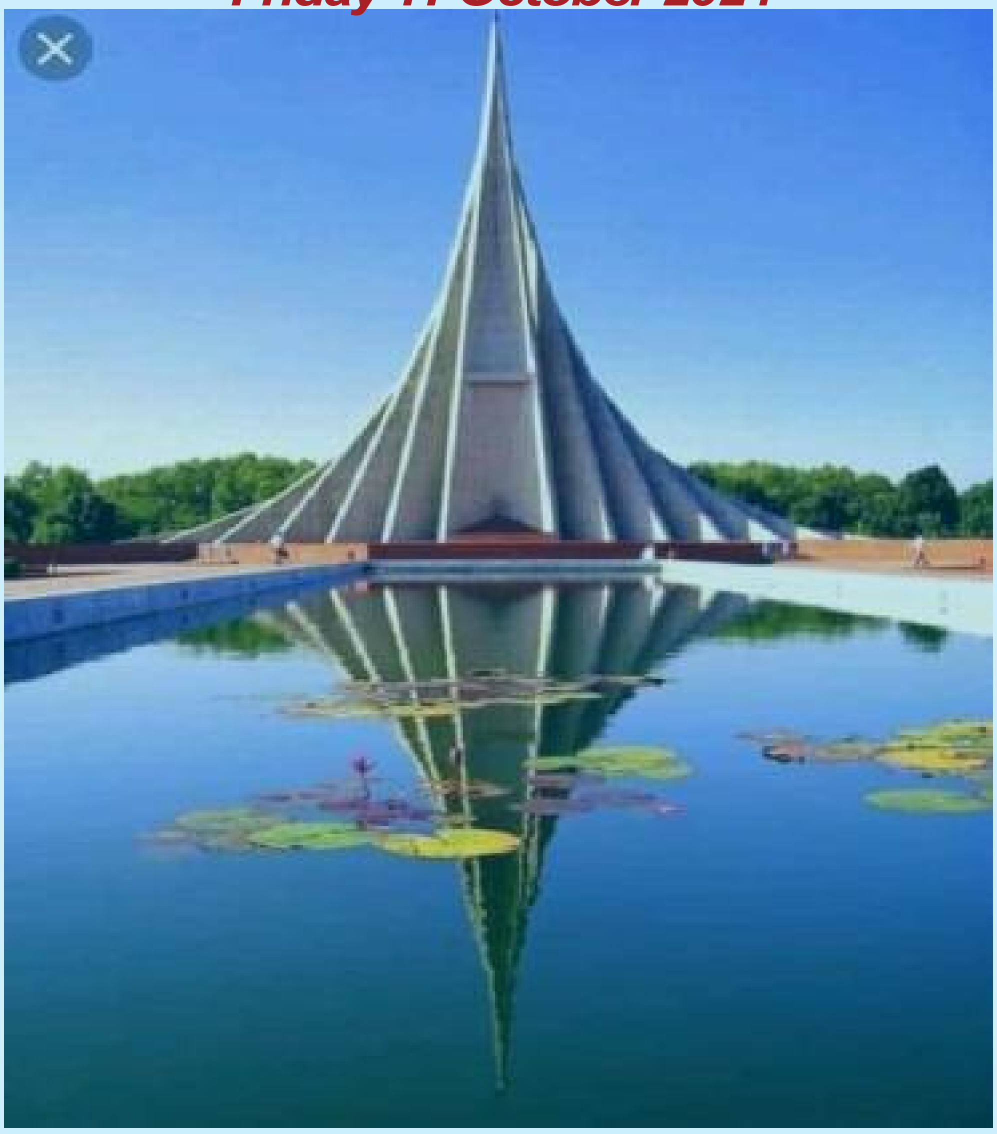

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের নয়, দুর্গাপূজা সর্বজনীন উৎসব: ড. ইউনূস

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এই দেশ আমাদের সবার, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ দেশ সব মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে আমি দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

বুধবার দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ কথা বলেন।প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবই নয়, এটি এখন সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।তিনি বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই দেশ আমাদের সকলের। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এদেশ সকল মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস আরও বলেন, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের ভাগ্য উন্নয়ন এবং সমান অধিকার সুনিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।

বৈষম্যবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা। একইসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের সকল নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

বিশ্বের প্রভাবশালী ৫০০ মুসলিমের মধ্যে ড. ইউনূস

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : বিশ্বে প্রভাবশালী ৫০০ মুসলিমের মধ্যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাম স্থান পেয়েছে। জর্ডানের অভিজাত রয়েল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সেন্টার সোমবার প্রভাবশালী মুসলিম নেতাদের তালিকা সংবলিত ৩২১ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এর নাম দেয়া হয়েছে ‘পারসন্স অব দ্য ইয়ার: দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ৫০০ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মুসলিমস’। এই তালিকায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের ব্যাপক প্রশংসা করা হয়েছে।

সরকারি চাকরিতে বয়সসীমা বাড়ছে

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : সরকারি চাকরিতে প্রবেশ ও অবসরের বয়সসীমা বাড়ছে। প্রবেশের বয়সসীমা ৩৩ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সরকারি চাকরিতে প্রবেশের যৌক্তিক বয়সসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি প্রধান উপদেষ্টার কাছে বয়সসীমা বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে। আগামী সোমবার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।

জানতে চাইলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান বুধবার নিজ দপ্তরে বলেন, সরকারি চাকরিতে বয়স বাড়ছে। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও সচিব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ইতোমধ্যে বয়স বাড়ানোর বিষয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে জমা দিয়েছেন।

বয়স কত বাড়ছে? এমন প্রশ্নে এই সিনিয়র সচিব বলেন, কমিটির তরফ থেকে আমরা যা প্রস্তাব পেয়েছি তাই প্রধান উপদেষ্টার কাছে উপস্থাপন করেছি। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন তাই চূড়ান্ত হবে। আগাম কিছু বলা যাবে না। তবে তিনি নিশ্চিত করেন যে সরকারি চাকরিতে বয়সসীমা বাড়ছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৩ বছর করা হতে পারে। পক্ষান্তরে অবসরের বয়সসীমা হতে পারে ৬৩ বছর।

তারা আরও জানান, বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩২ বছর। মুক্তিযোদ্ধাদের অবসরের বয়সসীমা ৬০ বছর নির্ধারণ করা আছে। আবার সাধারণ প্রার্থী অর্থাৎ অমুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীদের চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছর এবং অবসরের বয়সসীমা ৫৯ বছর।

আবু সাঈদের দুই ভাইকে চাকরি দিল বসুন্ধরা গ্রুপ

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহানের পক্ষে ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক মো. ইয়াসিন হোসেন পাভেল পীরগঞ্জের বাবনপুরে আবু সাঈদের গ্রামের বাড়িতে তার দুই ভাই আবু হোসেন ও রমজান আলীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের দুই ভাইকে চাকরি দিয়েছে দেশের বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপ।

ঘৃণা-বিভেদের কোনো রাজনীতি থাকবে না: ঢাকেশ্বরী মন্দিরে মির্জা ফখরুল

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দানবীয় শক্তিকে পরাজিত করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। যেখানে ধর্মে ধর্মে কোনো বিভেদ ও ঘৃণার কোনো রাজনীতি থাকবে না।

বুধবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন তিনি।

গত ১৫ বছর হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আওয়ামী লীগ নির্যাতন করেছে উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, বিএনপি যদি ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসে, তাহলে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের প্রতিটি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হবে এবং সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা হবে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আট দফার বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করেন ফখরুল।

‘আয়নাঘর ছিল শেখ হাসিনার ভয়ঙ্কর হাতিয়ার’

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : প্রথমে ৪৩ দিন এবং দ্বিতীয়বার ১ বছর ৬ মাস ১৪ দিন গুম করে রাখার অভিযোগ এনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করেছেন সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান বীরপ্রতীক।বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর বরাবর এ অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।ট্রাইব্যুনালের অভিযোগ দায়ের করার পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আয়নাঘর ছিল শেখ হাসিনার ভয়ঙ্কর হাতিয়ার। শেখ হাসিনার নির্দেশে আমি গুম হয়েছি। আয়নাঘরে নির্যাতনের বিষয়ে তিনি বলেন, ওখানে অনেকে মারা গেছে ভাই। মারা যাওয়ার কথা। ওখানে গরমে, ভয়ে, আতঙ্কে মারা যাবেন। প্রতিদিন ওখানে চিৎকার হচ্ছে। কান্নাকাটি হচ্ছে।

আয়নাঘরে কত দিন ছিলেন সে বিষয়ে হাসিনুর রহমান বলেন, এই আয়নাঘরে প্রথমে চাকরি থাকা অবস্থায় ৪৩ দিন তাকে রাখা হয়। ২০১৮ সালের ৮ আগস্ট দ্বিতীয়বার আমাকে গুম করে ১ বছর ৬ মাস ১৪ দিন রাখা হয়। এ সময় তার ওপর অমানসিক নির্যাতন করা হয়।

ইসরাইল-হামাস সংঘর্ষের এক বছর

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর। ঠিক এক বছর আগে হামাসের আক্রমণের পর গাজায় শুরু হওয়া সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্ব এবং কৌশল নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে। বেশ কিছু বিশ্লেষক এক বছর পর এসে চলমান সংঘর্ষের সমাপ্তি আশা করেছিলেন। তবে বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন, যা সংকটের গভীরতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

চলমান সংঘর্ষের চিত্র

গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের আক্রমণের পর ইসরাইলি বাহিনী গাজায় ব্যাপক বিমান হামলা চালাতে শুরু করে। হামাসের মতে, তাদের ওই আক্রমণটি ছিল ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অংশ।

তবে এরপর শুরু হওয়া যুদ্ধের ফলে গাজার ৭০ শতাংশ বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং শহরটি একটি মানবিক সংকটে পড়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্য অনুসারে, মৃত্যুর সংখ্যা ৪২ হাজার ছাড়িয়েছে এবং অবরুদ্ধ গাজার মানুষ খাদ্য, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে।

নেতানিয়াহুর কৌশল এবং লক্ষ্য নেতানিয়াহু তার সরকারের জন্য কৌশল নির্ধারণে তিনটি মূল লক্ষ্য স্থির করেছেন:

বন্দিদের মুক্তি: তিনি দাবি করেছেন যে বন্দিদের মুক্তি তার প্রধান উদ্দেশ্য, যা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

হামাস ও অন্যান্য প্রতিরোধ গ্রুপকে নির্মূল: নেতানিয়াহুর লক্ষ্য হচ্ছে হামাসকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা, যাতে তারা ভবিষ্যতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতে না পারে।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির অবসান: নেতানিয়াহু ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পকে একটি বড় হুমকি মনে করেন এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত।

হামাসের প্রতিক্রিয়া হামাসের নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ার চলমান এই সংকটকে একটি নতুন লড়াইয়ের সূচনা হিসেবে দেখছেন। তিনি বলেন, আমরা আমাদের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে এবং আদায়ের লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে যাব। আমাদের প্রতিরোধকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

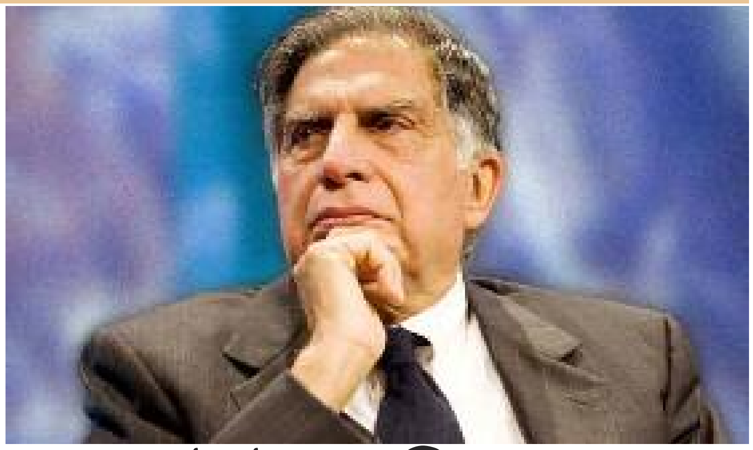

রতন টাটার জীবনাবসান

মুম্বই: প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটা। বার্ধক্যজনিত সমস্যার কারণে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। বুধবার রাতে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। রতন টাটার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা দেশে। গত সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় রটে যায়, রতন টাটা অসুস্থ। সেই খবরকে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন রতন টাটা স্বয়ং। কিন্তু শেষ পর্যন্ড় আর বাড়ি ফেরা হল না তাঁর।

রতন টাটার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রতন টাটার মৃত্যুতে ভারতীয় শিল্পজগতের বিরাট ক্ষতি হল বলে জানিয়েছেন মমতা। শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। রতন টাটাকে তিনি দূরদর্শী শিল্পপতি বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। রতন টাটার মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও।

১৯৩৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর মুম্বইয়ে পারসিক পরিবারে জন্ম রতন টাটার। ১৯৫৯ সালে স্থাপত্য নিয়ে স্নাতকস্ড়রে তিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৯১ সালে গোষ্ঠীর চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার পান তিনি। রতন টাটার আমলেই গোষ্ঠীর আয় ৪০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১২ সালে টাটা গোষ্ঠীর দায়িত্ব ছেড়ে দেন তিনি। পরে ফের অন্ড়র্বতীকালীন দায়িত্ব সামলান।

২০০০ সালে পদ্মভূষণ সম্মান পান রতন টাটা। ২০০৮ সালে তাঁকে পদ্মবিভূষণ সম্মান দেয় ভারত সরকার। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন সম্মান পেয়েছেন তিনি। সারা জীবন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন রতন টাটা। শিল্পগোষ্ঠীর প্রধান হয়েও তাঁর সহজ-সরল জীবনযাপন সকলের নজর কেড়েছিল।

ফ্রি প্যালেস্টাইন র‍্যালিতে বাংলাদেশিরা

নিউইয়র্ক: হামাস কতৃক ইসরায়েলে কনসার্টে অতর্কিত হামলায় ১২ শতাধিক ইসরায়েলি তরুণ-তরুণীকে বর্বরোচিতভাবে হত্যা এবং ২৫১ জনকে অপহরণের পর গাজায় ইসরায়েলের নৃশংসতার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ৭ অক্টোবর সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র পরস্পরবিরোধী কর্মসূচি পালিত হয়েছে। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, ম্যারিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, ফিলাডেলফিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস, টেক্সাস, মিশিগান, শিকাগো, আটলান্টা, বস্টন প্রভৃতি স্'ানের র‍্যালিতে লাখ লাখ আমেরিকান অংশ নেন। এর অধিকাংশই ছিল স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির শিক্ষার্থী। পুলিশ পাহারায় অনুষ্ঠিত র‍্যালি থেকে ইহুদিরা নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অবশিষ্ট ৬৪ অপহৃতকে অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান।অন্যদিকে, ইসরায়েল কর্তৃক গাজায় নৃশংসতার নিন্দা ও প্রতিবাদকারীরা ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ স্লোগানে প্রকম্পিত করেন প্রধান প্রধান শহরের রাজপথকে। নিউইয়র্ক সিটির ইউনিয়ন স্কয়ার, টাইমস স্কোয়ার, ওয়াল স্ট্রিটসহ সর্বত্র হাজার হাজার শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকেরা ইসরায়েলি আগ্রাসনের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। দিনভর কর্মসূচিতে থাকা ‘বাংলাদেশি আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর প্রেসিডেন্ট খোরশেদ খন্দকার জানান, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবিতে র‍্যালিতে অংশ নেওয়া প্রেসিডেন্ট বাইডেনেরও কঠোর সমালোচনা করেন। গত এক বছরে গাজায় ইসরাইলে হামলায় ৪১ হাজারের অধিক ফিলিস্তিনির প্রাণ ঝরেছে, ধ্বংসলীলায় পরিণত হয়েছে গাজা উপত্যাকা।

AJ ACCOUNTING SERVICES
Accounting, Taxes & Business Consultants
33 YEARS Experienced Year Round Service
Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant
We Provide Broad Services Including
- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.
IRS APROVED
APPROVED
E-FILE PROVIDER
NOTARY PUBLIC
150-28 Hillside Ave, 1st Fl
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-658-8767
Cell: 917-371-3633
Fax: 718-658-8765
abhattacharjee921@gmail.com
www.ajtaxaccounting.com

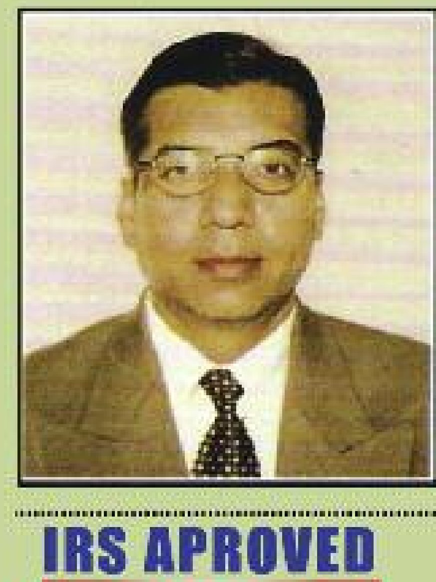

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

১০ অক্টোবর ২০২৪, ২২ আশ্বিন বাংলা ১৪৩১

সম্পাদক — রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক — শিকদার হুমায়ন কবীর

ঢাকা প্রতিনিধি — আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি — সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি — সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি — নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি — মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি — ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

সার্বজনীন মঙ্গল উৎসব

বাঙালি সংস্কৃতি এই বাংলার জল, মাটি, পলি, মানুষ- এসব কিছুর সম্মিলন থেকেই উঠে এসেছে। এই উঠে আসার মধ্য দিয়ে আমরা চিনেছি বাঙালি সংস্কৃতি। মূলত এখানে বসবাসকারী মানুষদের, যাদের আমরা বলি আদি বাঙালি সমাজ কিংবা তার পরের যুগের বাঙালি কিংবা আধুনিক বাঙালি এবং সাম্প্রতিক সময়ের বাঙালি। এই প্রক্রিয়া ধারার মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করি, মানুষ তার ভাষায়, আচার-আচরণে, তার বিশ্বাস এবং তার সম্পর্ক এসব কিছু মিলিয়ে কোন কোন পদ্ধতিতে তারা জীবনযাপন করছে। একটা পদ্ধতি হলো, যেখানে জন্ম নিয়েছে তারপর সেখানে তার বসবাস, ভিটাবাড়ি এরপর তার অনেক সংস্কার। সংস্কারের পাশাপাশি তার আছে সংস্কৃতি। এই সংস্কার তার সামাজিকতায়, বিশ্বাসে, আচরণে ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে, নানাভাবে।

এর মধ্যে কিছু আছে সার্বজনীন, যে বিষয়গুলো ধর্ম-বর্ণ সবকিছু ছাড়িয়ে প্রকৃতিনির্ভর, আমাদের অরণ্যনির্ভর, সমাজ কাঠামোর বন্ধননির্ভর এবং আমাদের মানবিক সম্পর্কনির্ভর। তেমনি এক ঋতু-ভিত্তিক, সংস্কৃতিভিত্তিক, আচারভিত্তিক এবং সার্বজনীন মঙ্গলভিত্তিক একটি উৎসবের নাম শারদীয় দুর্গোৎসব। এর সঙ্গে জড়িত আছে আদি বা সনাতন ধর্মাবলম্বী বাঙালি বিশ্বাস, দেব-দেবীর পূজা অর্চনা এবং মানুষের মাঙ্গলিক সত্তা। দেব-দেবীকে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পূজা করেন। তারা দেব-দেবীর আরাধনা করেন। এই বিষয়গুলো হয় নানাভাবে। কখনও মূর্তি আকারে স্থাপন করে আবার কখনও কোনো আকারে না গিয়ে নান্দনিক আকারবিহীন সত্তার ভেতর দিয়ে দেখে। পার্থক্য শুধুই এটুকুই। বাকি যেটুকু তা হলো, মানুষে মানুষে সম্পর্কিত সত্তা, বন্ধন, ভালোবাসা, প্রীতির ছায়া। বাঙালি জাতির বৈচিত্র্যময় জীবনাচার, সংস্কৃতি সবকিছুই তো অত্যন্ত উৎকর্ষ। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও একই সঙ্গে যে সংস্কৃতি ধারণ করে চর্চা করে চলছে বাঙালি, এর মধ্যে সার্বজনীনতাই সবচেয়ে বড় বিষয়।

শরৎ আমাদের ষড়ঋতুর মধ্যে এমন একটি ঋতু, যে ঋতুতে গরম কম, এই রোদ কিংবা এই বৃষ্টি কিংবা জল আছে কিন্তু জলও কম আবার শীত আছে কিন্তু তাও কম। অর্থাৎ, সবচেয়ে সহনীয় একটা ঋতু। আমাদের প্রকৃতিগত এই পরিবর্তন ঘিরে বাঙালি সমাজে নানা উৎসবের আয়োজন হয়। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই তো বাঙালি সমাজে আধিবাসীদেরও বসবাস। সনাতন ধর্মাবলম্বী থেকে শুরু করে মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এমনকি আদিবাসী সবাইকে নিয়েই তো আমাদের সম্প্রীতির সমাজ কাঠামো। আদিবাসীদের জীবনাচারে প্রাকৃতিক বিষয়গুলো খুব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। আমাদের সবারই এই কাঠামোবদ্ধ সমাজে বসবাস কিংবা জীবনযাপন এসব ঘিরেই নান্দনিকও। আমাদের আদিতে আছে কৃষি সভ্যতা। কৃষি সভ্যতার সঙ্গে বাঙালি সভ্যতার, বাঙালির আচার ইত্যাদির নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। ধান, দূর্বা, ফুল, জল ইত্যাদি কত কিছুই তো প্রকৃতির উপাদান। আমরা যখন পবিত্র জল ছিটাই কিংবা গঙ্গা থেকে পবিত্র জল আহরণ করি, সবকিছুতেই উদারমনস্ক বাঙালিরা সুন্দর ও স্বচ্ছতারই অনুসন্ধান করে।

যদিও একটি সম্প্রদায় কিংবা ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বলা যায় এই শারদীয় দুর্গোৎসব, কিন্তু এই উৎসবের সার্বজনীন ও মাঙ্গলিক দিক আছে যা বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করার, সম্প্রীতির বন্ধন মজবুত করার বড় সূত্র। তেমনি বুদ্ধদের বৈশাখী পূর্ণিমা, খ্রিষ্টানদের বড়দিন, মুসলামনদের ঈদ এই প্রত্যেকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও এর সার্বজনীনতাও এখানে গভীরভাবে দৃশ্যমান। সব ধর্মের মধ্যেই এই মাঙ্গলিক সার্বজনীন বিষয়টি রয়েছে। আমরা সম্প্রীতির বন্ধন আরও মজবুতকরণের বিষয়টির ওপর অধিক গুরুত্ব দিই। আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও ডাকে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আমাদের এই আকুতি আরও পুষ্ট হয়েছে। আমাদের মাঙ্গলিকতা ও মিলনের সেতু হলো এই বোধটুকুই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শারদীয় উৎসব নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

আমরা যেমন সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি-মৈত্রীর সুদৃঢ় বন্ধন চাই, তেমনি চাই মঙ্গল কিংবা কল্যাণের ক্ষেত্রও আরও প্রসারিত হোক। ক্রমাগত হতেই থাকুক। এই জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পেছনে যে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারগুলো ছিল, সেই অঙ্গীকার ধারণ করে, চর্চা-অনুশীলন করে সব অশুভর ছায়া অপসারণ করা সম্ভব। আমাদের সংস্কৃতি সব উৎসবের ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। উৎসবের আলোয় আলোকিত হোক চারদিক।

লেখক : মুহম্মদ নূরুল হুদা,বিশিষ্ট কবি; মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
Weekly Jonmobhumi
Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmobhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Website: www.jonmobhumi.com
Printed in USA

www.jonmobhumi.com

উপসম্পাদকীয়

দুই মাসেও সহজ হয়নি পথচলা

হাসান মামুন

অন্তর্বর্তী সরকারের দুই মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, তারা ইতোমধ্যে অনেকখানি গুছিয়ে নিয়েছে এবং তাই গ্রেফতার অভিযান হচ্ছে জোরদার। দেশে যৌথ বাহিনীর অভিযানও চলছে। পুলিশ সক্রিয় না থাকায় দুই মাসের জন্য সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতাও। সরকার পতনের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় এখনো তারা আছে বড় ভূমিকায়। একাধিক শিল্প এলাকায় শ্রমিক অসন্তোষ মোকাবিলায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা বিশেষভাবে নজর কাড়ে। শ্রমিকদের ভেতর থেকে সড়ক-মহাসড়ক অবরোধের মতো ঘটনা অবশ্য এখনো ঘটছে। এতে যাত্রীর পাশাপাশি পণ্য পরিবহণও হচ্ছে ব্যাহত। তাতে বাজার হচ্ছে অস্থিতিশীল। এমনিতেই পণ্যবাজার নিয়ন্ত্রণে নেই। অনেক ক্ষেত্রেই দাম আরও বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের ভোগান্তি গেছে বেড়ে।

এদিকে অক্টোবরেও টানা ও ভারি বর্ষণ হচ্ছে; বন্যাও হচ্ছে। এবারের বন্যার চরিত্রও ভিন্ন। বন্যা পরিস্থিতিতেও সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্বেচ্ছাচারী সরকার পতনের আগমুহূর্ত থেকেই তাদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সত্যি বলতে, আন্দোলন দমনে বিগত সরকার সেনাসদস্যদের নামালেও তারা শুরু থেকেই সেভাবে সহায়তা করেনি সরকারকে। একটা পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ জনতার দিকে গুলি না চালানোর সিদ্ধান্তও তারা নেয়। এতে সরকার পতনের পথ হয়ে যায় সুগম। তখনো পুলিশ কিন্তু সরকারের প্রতি অনুগত ভূমিকাই পালন করে যাচ্ছিল। সে কারণে সরকার পতনের দিনও বড় হত্যাকা- ঘটে। পুলিশের ওপর পালটা হামলাও কম হয়নি। আন্দোলনের মধ্যভাগেও পুলিশের ওপর হামলা হয়। অধিকাংশ থানা হয় কমবেশি আক্রান্ত। এ অবস্থার দু'মাস পর পুলিশ নিজেদের গুছিয়ে স্বাভাবিক কর্মকা- ফিরছে বলে খবর জনমনে আশা জাগাবে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তো পুলিশেরই। সেই প্রশিক্ষণ তাদের দেওয়া হয়েছে। পুলিশ বাহিনীতে এ অস্থিরতা খুব ছিল যে, তাদের কার বিরুদ্ধে না জানি কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়! সরকার ইতোমধ্যে সে কাজ সম্পন্ন করে এনেছে বলেই ধারণা। তবে এর মধ্যে মাঠে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা তার জন্য স্বস্তিকর নয়। বেছে বেছে হামলা ও পিটিয়ে হত্যার ঘটনা তো কম নয়। পিটিয়ে হত্যার ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দেশের পার্বত্য অঞ্চলও মাঝে অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছিল। এরপর ঘটে আরও কিছু হত্যাকা-। ওখানে জাতিগত সংঘাতের বীজ রয়েই গেছে। এর দায় বর্তমান সরকারের না হলেও সেখানে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সেটা তাদেরই এখন মোকাবিলা করতে হবে। সামনেই দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের সর্ববৃহৎ উৎসব পালন করবে। এ সময় পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে সরকারকে সর্বোচ্চ প্রয়াস নিতে হবে। এটা কেবল প্রতিবেশী দেশ থেকে অপপ্রচার মোকাবিলার জন্যই জরুরি নয়। এ সরকারের সহায়তায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ যেসব মহল, তাদের মধ্যে আস্থা জাগাতেও এটা প্রয়োজন। পুলিশ যদি এরই মধ্যে সত্যিই নিজেদের অনেকখানি গুছিয়ে ফেলে থাকে তো আমরা আশা করব, সেনাবাহিনীর সঙ্গে তারা এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভূমিকা রাখবে।

উপদেষ্টা পরিষদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নতুন করে যে সংলাপ হচ্ছে, তাতেও কিন্তু সংস্কার ও নির্বাচনের পাশাপাশি প্রাধান্য পাচ্ছে দুর্গাপূজা ঘিরে সম্ভাব্য অরাজকতা মোকাবিলার প্রশ্ন। রাজনৈতিক দলগুলোও দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন। তবে এ জায়গাটায় অনুপস্থিত ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ। তাদের বিরুদ্ধে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাওয়ার অভিযোগ বরং জোরালো। যেসব অপঘটনা সরকারকে ইতোমধ্যে মোকাবিলা করতে হয়েছে, সেগুলোয় ক্ষমতাচ্যুতদের ইন্ধন ছিল বলেই অনেকের বিশ্বাস। এর কোনো কোনো ঘটনায় বিভিন্ন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সত্যিকারের দাবিদাওয়া যে একেবারেই প্রকাশ পায়নি, তা কিন্তু নয়। সত্যিকারের দাবিদাওয়া মেনে নিতে সরকারের ভেতর থেকেও আপত্তি কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের 'অতিসংবেদনশীলতা' সংশ্লিষ্ট খাতে সমস্যা সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ উঠছে বরং। যেমন, গার্মেন্ট মালিকদের একাংশ মনে করছেন, শ্রমিকদের দাবি ঢালাওভাবে মেনে নেওয়ার প্রবণতা এ খাতে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। রপ্তানির মতো স্পর্শকাতর খাতে আবার বেশিদিন অরাজকতা চলতেও দেওয়া যায় না। আমাদের তো একগুচ্ছ রপ্তানি খাত নেই যে, একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যটি দিয়ে ক্ষতিপূরণ করা যাবে।

জেনারেল আজম খানের দেবী দুর্গাচর্চা

সুমন পালিত

দুর্গাপূজা বসন্তকালের। কিন্তু সে পূজা বাঙালি হিন্দুরা পালন করেন শরৎকালে। অন্তত সাড়ে ৫ শ বছর ধরে। বাংলা ছাড়া হিন্দি তামিল গুজরাটি মারাঠিসহ অন্য সব ভাষাভাষী হিন্দুদের কাছে দেবী দুর্গার তেমন গুরুত্ব নেই। অনেকে দুর্গা দেবীর নামও জানেন না। বলা হয় অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। তার কোনো পুত্র ছিল না। দেবতার আশীর্বাদে তিন স্ত্রীর গর্ভে তিনি চার পুত্র সন্তানের বাবা হন। রানি কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নেন রাম। কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং ছোট রানি সুমিত্রার গর্ভে জন্ম নেন যমজ সন্তান লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন।

দশরথের তিন রানির সম্পর্ক ছিল বেশ ভালো। একে অপরের সহযোগী ছিলেন তারা। কিন্তু রানি কৈকেয়ী তার দাসীর কথায় রাজা দশরথের কাছে দুটি বর চান। রাজা তাতে রাজি হন। রানি কৈকেয়ী বলেন, প্রথম বর হলো দশরথের পর ভরত হবেন অযোধ্যার রাজা। আর দ্বিতীয় বর রামকে ১৪ বছর বনবাসে পাঠাতে হবে। দশরথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা মেনে নেন। রামকে স্ত্রী সীতাসহ পাঠানো হয় বনবাসে। পুত্র শোকে ছয় দিনের মধ্যে রাজা দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাম বনবাসে গিয়ে পড়েন মহা বিপদে। লঙ্কার রাক্ষস রাজ রাবণ সীতাকে অপহরণ করেন। রাবণ ছিলেন অসীম সাহসী বীর ও শক্তিশালী রাজা। তাকে বধ ছাড়া রামের পক্ষে সীতাকে উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। কীভাবে স্ত্রীকে উদ্ধার করবেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন তিনি। এ সময় ব্রহ্মা তাকে শিবের স্ত্রী পার্বতীর পূজা করার পরামর্শ দেন। ব্রহ্মার পরামর্শে অসময়ে শরৎকালে পার্বতীর দুর্গতিনাশিনী রূপের মহাপূজার আয়োজন করেন রাম।

মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও সন্ধি পূজা করেও দুর্গার আবির্ভাব না ঘটায় ১০৮টি নীল পদ্ম দিয়ে মহানবমী পূজার পরিকল্পনা করেন তিনি। হনুমান রামকে ১০৮টি নীল পদ্ম জোগাড় করে দেন। কিন্তু পূজার আগেই ঘটে মহাবিপত্তি। মহামায়া রামকে পরীক্ষা করতে একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন। সে পদ্মের বদলে রাম নিজের চোখ উপড়ে দেবী দুর্গাকে নিবেদন করতে গেলে তিনি নিজে এসে কাঙ্ক্ষিত বর দেন। দেবী দুর্গার পূজা করে বর আদায় এবং সে শক্তি বলে রাবণ বধের কেচ্ছাকাহিনি নিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মতভেদ আছে। ভগবান রামচন্দ্রেরজীবনী বলে বিশ্বাস করা হয় বাল্মিকীর রামায়ণকে। রামায়ণ অনুবাদ হয়েছে ৩৮টি ভাষায়। এর মধ্যে ৩৭টিতে রামের দুর্গাপূজা করে বর আদায়ের কেচ্ছা নেই। আছে শুধু কৃত্তিবাস ওঝার অনূদিত রামায়ণে। কৃত্তিবাস রামায়ণের পদ্যানুবাদের সময় মনের মাধুরী মিশিয়ে রামের দুর্গাপূজার বিষয়টি যে সংযোজন করেছেন তা স্পষ্ট। বলা যায় রামের নয়, বাঙালি হিন্দুর দুর্গোৎসবের সব কৃতিত্ব কৃত্তিবাস ওঝার। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, রাম নামের কেউ ছিলেন কি না এমন সন্দেহভাজন হিন্দুর সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। পশ্চিম বাংলার প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাদেরই একজন। অযোধ্যার রামমন্দির বাবরি মসজিদ বিতর্কের সময় তিনি বলেছিলেন, যেখানে রাম নামের কেউ কখনো ছিলেন না সেখানে রামমন্দির থাকার প্রশ্ন ওঠে না।

রাম সম্পর্কে আরেকটি তথ্য বেশ চমকপ্রদ। শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয়, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, লওস ও তিব্বতের লোক কাহিনিতে রয়েছে রামের উপস্থিতি। যেসব দেশের মানুষের কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। তবে অযোধ্যায় রামের সঙ্গে ওইসব দেশের রাম কাহিনির পার্থক্য রয়েছে।

থাক সে কথা। দুনিয়ার সব ধর্মের ক্ষেত্রে অভিন্ন একটি মত হলো বিশ্বাসে মেলে বস্তু তর্কে বহুদূর। কোটি কোটি বাঙালি হিন্দু যে শারদীয় দুর্গাপূজার জন্য সারা বছর মুখিয়ে থাকেন তা একটি মহাসত্যি। দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুর সর্বজনীন উৎসবের নাম। এই উৎসব নিয়ে বিতর্ক অনুদারতার শামিল। ব্রিটিশ আমলে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। সারা ভারতের অভিজাত পরিবারের বসবাস ছিল কলকাতায়। সপ্তাদশ শতাব্দীতে কলকাতার ধনিক শ্রেণি বিশেষত জমিদারদের মধ্যে ঘটা করে দুর্গাপূজার প্রচলন শুরু হয়। এ ব্যাপারে এগিয়ে ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। ১৭৮৪ সালে নীলমণি ঠাকুরের হাত ধরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুরদের পূর্বপুরুষরা খুলনার অধিবাসী। ঘটা করে দুর্গাপূজার শুরু নীলমণি ঠাকুরের সময়ে। তবে দুর্গাপূজা ঠাকুরবাড়িতে রাজসিক রূপ নেয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কৃতিত্বে।

নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র দ্বারকানাথের জীবনাচার ছিল রাজা-মহারাজার মতো। দেব-দেবীর পূজাও করতেন ভক্তিভরে। ইংরেজদের সঙ্গে দ্বারকানাথের হরহরি আত্মার সম্পর্ক গড়ে ওঠে অচিরেই। আগে থেকেই ঠাকুররা ছিলেন ফরাসি ও ইংরেজদের সঙ্গে নানা ব্যবসায় জড়িত। সাহেবী জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন তারা। দ্বারকানাথ ছিলেন তার বাবা ও ঠাকুরদার চেয়ে অনেক এগিয়ে। ফলে ধার্মিকরা তাদের দেখতেন বাঁকা চোখে। ধর্ম বিশ্বাসে উদার হলেও দ্বারকানাথের সময় ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপূজা হতো রাজকীয় কায়দায়। এ বাবদ যে খরচ হতো তা ভিরমি খাওয়ার **(বাকী অংশ ২৬ পাতায়)**

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

যা দেবী সর্বভুতেষু মোক্ষরূপেন সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ

নিউইয়র্ক, আয়োজিত শারদীয় দুর্গা পূজায় সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Provat C. Das, M.D.

Provat C Das, M.D.
Parkchester Medical Service of New York.
Parkchester Medical Service Of New York
Located at 1211 White Plains Road, Bronx, New York.
We have been providing excellent Medcal Service to the Community in the same location over 20 years
Dr. Das is a Board Certified Physician Specializing in Internal Medicine. Dr. Das is very active in the Bengali Community as you recognize his name.

We Are a Fully Electronic And Digital Office

Access To Your Medical Record Is Fast Easy And Efficient

Bring Entire Family

Dr. Das can care for the Parents and Grandparents !!!

For Your Convenience, We Have All of The Following on The Premises:

- *Lab*
- *Cardiology*
- *Physical Therapy*
- *Internal Medicine*
- *Podiatry*
- *Asthma And Breathing Problems*
- *Urology*
- *Immunizations*
- *Diabetes Care*
- *Pulmonary Funcion Testing*
- *Physicals*
- *Orthopedics*
- *Pulmonology*
- *Gastroenterology*
- *Ultrasound/ekg/echo*
- *Pediatrics*

আমরা বাংলায় কথা বলি

Our Location
Parkchester Medical Service Of New York
Ask for Dr. Das and make an *Appointment*
1211 White Plains Road, Bronx, New York 10472

Please Call Our Office At
718-828-6610
Ask For Dr. Das And Make an *Appointment*
Dr. Das Has Saturday and Weekday
Evening Hours For Your Convenience

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

চেতনায় দুর্গোৎসব

যতীন সরকার

বাঙালি সংস্কৃতিতে উৎসবের নানা মাত্রিক তাৎপর্য রয়েছে। কোনো কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানও রূপ নিয়েছে উৎসবে। দুর্গোৎসব তেমনই। দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুর অন্যতম ধর্মীয় কৃত্য। বাঙালির ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতিরও মর্মমূলে নিহিত আছে ধর্মনিরপেক্ষ অন্তঃসার, তার ধর্মীয় উৎসবও সর্বজনীনতার সম্পদে সমৃদ্ধ এবং সদা গতিশীল ও অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদী। সাম্প্রদায়িক মানস প্রতিবন্ধে আক্রান্ত সমালোচকরা যাই বলুন, সুস্থ বাঙালি সংস্কৃতি সাধকদের কেউই সাম্প্রদায়িক হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা মুসলমান নন; তারা কেবলই মানুষ। বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক ভাবনা আমাদের জীবনে কখনও কখনও বড় ক্ষতির কারণ হয়েছে বটে কিন্তু প্রগতিমনা মানুষদের যূথবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর কারণে এর নিরসনও ঘটানো গেছে।

দিনে দিনে এই উৎসবে যুক্ত হচ্ছে আধুনিক মাত্রা। বিগত পাঁচ দশকে বাঙালির সমাজজীবনে ভাঙা-গড়ার সঙ্গে তাল রেখে দুর্গোৎসবের দৃষ্টিভঙ্গি ও এর বহিরঙ্গীয় বিন্যাসে কত যে চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটেছে এবং এসবের সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য যে কত গভীর তা পর্যালোচানার অবশ্যই বড় বিষয়। দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ সূত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন ও নজরুল বাংলার এই তিন কবি-সাহিত্যিক কিংবা বলা ভালো, দিকপালের ভাবনার কথা স্মরণ করতে চাই। ধর্ম সাম্প্রদায়িক বিচারে তারা কেউই সনাতন ধর্মাবলম্বী নন। একজন খ্রিষ্টান, একজন ব্রাহ্ম, একজন মুসলমান। তাদের 'অহিন্দু' পরিচয়ে অনেক সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাহিত্য-সমালোচক খুবই আনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু এই তিনজনকেই তাদের সৃষ্টি রচনা বড় মানুষ হিসেবে, অনন্য মানুষ হিসেবে, অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মধুসূদনের 'আশ্বিন মাস' ও 'বিজয়া-দশমী' দুর্গোৎসব স্মৃতি নিয়ে রচিত। এই স্মৃতি কোনো ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে ধারণ করেনি, সাংস্কৃতিক সর্বজনীনতাকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। 'খ্রিষ্টান' মধুসূদনের মতো 'ব্রাহ্ম' রবীন্দ্রনাথও একই পথের পথিক।

শরৎকালের বাংলায় রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন 'আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।' একই সঙ্গে তিনি এও দেখেছেন, 'ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে কাঙালিনী মেয়ে'। পূজার দিনের প্রত্যুষে উৎসবের হাসি-কোলাহল শুনতে পেয়ে নিজের নিরানন্দ ঘর ছেড়ে কাঙালিনী মেয়েটি ছিন্ন মলিন বসন পরে ধনীর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। চারদিকের ঐশ্বর্যরাশির মধ্যে এই হলো বড় অসংগতি। রবীন্দ্রনাথ এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি/ জননীরা আয় তোরা সব,/ মাতৃহারা মা যদি না পায়/ তবে আজ কিসের উৎসব! ... তবে মিছে সহাকার-শাখা/ তবে মিছে মঙ্গল কলস।'মাতৃপূজার অনুষ্ঠান যদি মায়ের সন্তানদের প্রতি সক্রিয় স্নেহমমতার উদ্বোধন ঘটাতে না পারে, তবে তা নিতান্তই **-বাকী ১৪ পাতায়**

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাহিত্য

শারদীয় দুর্গোৎসব সর্বজনীন হোক

ড. মিহির কুমার রায়ঃ প্রতি বছরের মতো এবারও দুর্গোৎসব ঘিরে দেশব্যাপী আনন্দ-উৎসবের ফল্গুধারা থাকলেও দেশব্যাপী কোটাবিরোধী আন্দোলনের প্রভাব এর ওপর পড়েছে। আসন্ন দুর্গাপূজায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মাঠ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য একগুচ্ছ নির্দেশনা জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। স্মারকে বলা হয়েছে- (ক) শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ, র‍্যাব এবং আনসার ও ভিডিপি কর্তৃক দৃশ্যমান টহল জোরদার এবং গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মাঠে নিয়োজিত স্বশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। (খ) যে কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা প্রতিরোধে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো ঘটনার সূত্রপাত ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই সংশিষ্ট সবাইকে নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; (গ) শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৪ উদ্যাপন উপলক্ষ্য স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে পুজামন্ডপসমূহ পরিদর্শন করতে হবে; (ঘ) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপতিকর বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে, এরূপ কোনো বক্তব্য বা গুজব ছড়ানোর বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবেঃ (ঙ) সংশ্লিষ্ট পূজা উদযাপন কমিটিসমূহকে পূজামন্ডপসমূহে সার্বক্ষণিক পাহারার জন্য প্রয়োজনীয়-সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও পাহারাদার (পালাক্রমে দিনে কমপক্ষে তিন জন এবং রাতে চার জন) নিয়োজিত করতে হবে; (চ) প্রতিটি পূজামপে সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ (ছ) শারদীয় দুর্গাপূজা-

২০২৪ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ বাহিনীর সদস্য, বিজিবি, আনসার ও ভিডিপি, র‍্যাব এবং অন্যান্য বাহিনীর সদস্য মোতায়েন নিশ্চিত করতে হবে; (জ) শারদীয় দুগাপূজা-২০২৪ উপলক্ষ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা বিধানে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ছাত্র-জনতাকে অন্তর্ভুক্ত করে মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে।

জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকরা এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসাররা এরূপ কমিটি গঠন করবেন। তা ছাড়াও শারদীয় দুর্গাপূজাকে আনন্দঘন পরিবেশে নিরাপদে উদযাপনের লক্ষ্যে সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৮৪ হাজার কর্মীবাহিনী স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ।

৪ থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত তারা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ৩২ হাজার পূজামন্ডপে কাজ করবেন। উপদেষ্টা শারমীন এস সুরশিদ বলেন, 'প্রতিদিন সব কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পূজামন্ডপ অনুসারে আট ঘণ্টা করে তিন শিফটে রোস্টার দায়িত্ব দেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সব দপ্তর-সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পুলিশের সঙ্গেও নাগরিক সমাজ, বিপ্লবী ছাত্ররাও থাকবেন।

তিনি বলেন, আমরা মুসলমান, হিন্দু খ্রিষ্টান বা বৌদ্ধ বলে বিভেদ সৃষ্টি করতে দিতে পারি না। আমরা পূজন্নডপগুলো নজরদারি করব। যদিও সব মন্ত্রণালয় ব্যাপক নজরদারি করছে। সার্বিক সহযোগিতা দিতে সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত/দায়িতরত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা পূজামন্পের দায়িত্বে থাকবেন। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কন্টোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। সারা দেশের পূজামন্ডপ মনিটরিং রিপোর্ট এই কট্রোল রুমে সরবরাহ করা হবে (কন্ট্রোল রুমের যোগাযোগ নম্বরঃ ১০৯৮)। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট সব দপ্তর/সংস্থার সদর কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ৪ থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত চালু থাকবে৷ সেই সঙ্গে কর্মকর্তা/কর্মচারীর (সনাতন ধর্মের কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতীত) পূজার সময়ে ছুটি বাতিল করার জন্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সব দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ঢাকাসহ কিছু জায়গায় পূজামন্ডপে হামলা হয়েছে। যারা এর সঙ্গে জড়িত ছিল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের আটক করেছে। আমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। দুষ্কৃতিকারীরা নানা কুট্চালে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু তা হতে দেওয়া যাবে না। আমাদের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। এবারের দুর্গাপূজা পড়েছে আশ্বিন মাসে, যা শরৎকাল নামে পরিচিত এবং বন্যার কারণে অনেক সাদাসিধেভাবে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, থাকবে না কোনো মেলা বা শোভাযাত্রা, যার ফলে সাশ্রয়ী অর্থ মানবতার সেবায় গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে বলে সর্বজনীন পূজা উদ্যাপন কমিটি জানিয়েছে।

এই শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব হলেও এখন সেটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। কথায় বলে, ধর্ম যার যার উৎসব সবার ।' এই ধারণায় বাংলাদেশের সব বাঙালি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এর আমেজ আনন্দ উপভোগ করে আসছে কালান্তরে।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজা মন্ডপগুলোতে মহাসপ্তমী থেকে মহাদশমী পর্যন্ত বিপুল পূজারীর সমাগম হয়। বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন কমিটি ও ঢাকা মহানগর পূজা উদ্যাপন কমিটি সার্বিক বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে থাকে। দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা খুবই জটিল, যা পন্ডিত ও তার সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন- মনহ-াসপ্তমীতে পুজারম্ব, অঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ বিতরণ, সন্ধ্যা-আরতিঃ মহাষ্টমীতে সন্ধিপূজা, কুমারীপুজা (রামকৃষ্ণ মিশন মঠ), অঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ বিতরণ, সন্ধ্যা-আরতি; মহানবমী পূজারম্ভ, অঞ্জলি প্রদান, চন্ডীপাঠ, সন্ধ্যা-আরতি এবং সবশেষ বিজয়া দশমী পুজারম্ভ, দর্পণ বিসর্জন, ও শান্তির জল গ্রহণ, সিঁদুর পরানো ও প্রতিমা বিসর্জন। দুর্গাপূজার ধর্মীয় আচরণের মধ্যে রয়েছে- ভক্তিমূলক গান, ভজন, যাত্রাপালা, লক্ষী বিলাস, নৌকা বিলাস, নিমাই সন্ন্যাস ইত্যাদি।

এদের আয়োজনটি সূচনা হয় দুর্গাপূজার সময় থেকে আর শেষ হয় পহেলা বৈশাখের (১৪ এপ্রিল) অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এমনিতেই এই যাত্রাশিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ে এই পূজার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতি বছরই এই দিনটির জন্য ব্যবসায়ীরা অপেক্ষা করে থাকেন যা দেশের সংস্কৃতি ব্যবসায়-বাণিজ্য সামাজিক উন্নয়নের এক অপূরব-নিদর্শন। ঢাকা শহরের পূজামপগুলোর মধ্যে ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রামকৃষ্ণ, বনানী কলাবাগান সর্বজনীন পূজাম=প, সনাতন সমাজ কল্যাণ সংঘ পুজামন্ডপ খামারবাড়ী,

দৃষ্টি আকর্ষণ!

কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের লেখা জন্মভূমি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ অন্যান্য লেখা জন্মভূমি অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে । আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন ঃ
www.jonmobhumi.com

খোকন আঁকে ছবি
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

রঙ তুলির আঁচড়ে রঙে
খোকন আঁকে ছবি,
সেই ছবিতে সোনার বাংলা
ওঠছে ফুটে সবই।
খোকন গায় সোনার বাংলা
গানটি জোরে গায়,
মনটা জুড়ে অথই খুশি
মনটা কী রাঙায়!
জাতীয় পতাকা দু#৩৯;চোখে তার
উড়ছে বেশ রাঙা,
সোনার বাংলা গানটা মুখে
কেমন আজ চাঙা।
সবুজ শোভা ইলিক ঝিলিক
দেয় তো কী যে দোলা,
যায় না ভোলা প্রিয় স্বদেশ
যায় না আহা ভোলা!
তুলির আঁচড়ে সোনার বাংলা
হয় তো রঙে আঁকা,
সোনার বাংলা গরব কত
আগলে বুকে রাখা।

প্রতিমাপৃথিবী
পুলক বড়ুয়া

দেবী, তুমি কী আসবে ফিরে,
দেবী, তুমি কী এসেছ ফিরে ?

তুমি যাবে অই দানবনিধনে ?
দশ হাতে সেরা দশ নিয়ে!
কোথা হতে ক্যামন আয়ুধ নেবে,
কোন হাতে কোন হাতিয়ার ?

হে রণরঙ্গিনী,
অশুভ-অসুর-বৈষম্য গুঁড়িয়ে দিতে
তোমার সংহার প্রতিমূর্তি গড়ড়ি
তুমি দুর্গতিনাশিনী : প্রতিমাপৃথিবী। পবিত্রপৃথিবী ।

ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, বিজয়া দশমীতে
গর্জে উঠুক, ঝঙ্কৃত হোক তোমার উন্নত তরবারি।

পূজো পূজো
বিজন বেপারী

শরৎ রাণি চিঠি দিলো
শুভ্র মেঘের খামে
দুগ্গা মায়রে বোধন হলো
এই না ধরাধামে ।

ঘরে ঘরে খোকা খুকি
আনন্দে যে নাচে
ফুল পাখিরা খুশি ছড়ায়
ফুল বাগিচার কাছে।

পূজো পূজো,পূজোর জোয়ার
প্রতি ঘরে ঘরে
কোরমা পোলাও মিষ্টি মিঠাই
মনটা ভীষণ ভরে।

অন্ধকার সব যাক না কেটে
মায়রে আগমনে
হাসুক শিশু প্রতি ঘরে
শরৎ স্নিগ্ধ ক্ষণে।

শরৎ কথন
মহসিন আলম মুহিন

শরৎ এলেই মন ছুটে যায় কাশবনে,
মনের মাঝে প্রেম দোলা দেয়
আনমনে।।

শরৎ প্রভাতে শিউলী ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ,
দূর্বাঘাসে শিশির পড়ে মন করে
আনচান।।

বর্ষা শেষে শরৎ আসে কোমল প্রকৃতি,
কবিপ্রাণে দোল খেলে সৃষ্টিতে আসে গতি।।

ঋতুরাণী শরৎকাল এই মাসে পাকে তাল,
ভাদ্র-আশ্বিন মাস জুড়ে শরতের হালচাল।।

নদীর কিনার মনোলোভা বড় সুন্দর পরিবেশ,
রূপালী মাছ মেলে, খেতেও লাগে বেশ।।

শরৎগগনে ঝিলিমিলি রোদ-সাদা মেঘেরা ভাসে,
হঠাৎ ঝুমঝুম বৃষ্টি নামে পানকৌড়িরা হাসে।।

নানা ফলের দেখা মেলে রসের ডালি ভরে,
বৃক্ষের পাতারা নাচে-ঝরে ঝরে পড়ে।।

ষড়ঋতুর দেশে শরৎঋতু প্রকৃতির মহাদান,
খুব ভালো লাগে শরৎ বন্দনা শরৎ কথন।।

আমার মা
শারমিন নাহার ঝর্ণা

আমার মায়রে হাসি দেখে
জুড়ায় আমার প্রাণ,
আমার মায়রে মুখের কথা
মিষ্টি মধুর গান।

আমার মায়ের কাঁন্না যেন
আমার বিঁধে বুকে,
আমার মায়ের হাসি খুশি
আমায় রাখে সুখে।

আমার মায়ের চরণ তলে
আমার স্বর্গ আছে,
আমার মায়ের দোয়া যেন
শক্তি আমার কাছে।

পূজা এল
সুশান্ত কুমার দে

চল খোকা, চল খুকি, চল টুকটুকি
পূজা এল,পূজা এল,দেয় ঐ উঁকি?
আকাশ ভরা তারা, হল দিশেহারা
নতুন জামা পড়- দে তোরা সাড়া?

নীলাকাশে ভাসে শুভ্র মেঘের ঘুড়ি
মাঠে ঘাটে নৃত্য করে ঐ কাশ বুড়ি।
আঁচল তলে শিউলী ফুলে এল মৌ
উঠানে নির্জনে ফুল তুলি এক বৌ।

ঢাক বাজে শাখ বাজে,বাজে ঢোল
কাশি বাজে,বাঁশি বাজে,সুরে বোল।
আয় রে,কে যাবি রে,দেখতে ঠাকুর
রাত নেই, দিন নেই, নেই জানা দূর।

কে এলো নাই এলো ,কে কে ঘুমায়
খুকুমণি রাত জেগে মিটি মিটি চায়।
কখন যে ভোর হবে- আসবে সপ্তমী
তখন আর খোকা খুকু রবে না ঘুমি?

সপ্তমীর পূজা দেখতে যাবে খুলনায়
অষ্টমীর লুচি- সুজি, বাড়ি বিসে খায়।
সাতক্ষীরা,যশোর যাবে মহা নবমীতে
মুখটি কি ভারি হবে বিজয় দশমীতে?

তুমি আর আমি
রাজীব হাসান

শোনো পাখি,
তুমি আর আমি এক হবো
থেকে গেলে সুনামি।

তুমি এলে,
আমি থেকে আমরা হবো
আর এক আত্মা হয়ে মিশে রবো।

সুহাসিনী
তোমাকে পাওয়ার তীব্র বাসনা
সদাই জাগে এই মনে।

কই তুমি,
চলো হারিয়ে যাই দূরে
গাঙচিল কিংবা শঙ্খচিল হয়ে উড়ে।

শরৎ ঋতু
চম্পা মৃধা

শরৎ কালে চারিদিকে
শুভ্র রঙের মেলা,
নীলাকাশে দেখা যে যায়
সাদা মেঘের ভেলা।

ঝোপেঝাড়ে নদীর তীরে
সাদা কাশফুল দোলে,
চারিদিকে শস্য শ্যামল
দেখে নয়ন ভোলে।

ভোরবেলাতে মিষ্টি আলোয়
সূর্য কিরণ হাসে,
বিল পাথারে শাপলা শালুক
কচুরি ফুল ভাসে।

ইলিশ মাছ আর পাকা তালের
ঘ্রান যে খুবই মেলে,
নানা রকম সব মাছ ধরে
জালের ফাঁদে জেলে।

পাখিরা সব গাছে বসে
কলরব যে করে,
প্রজাপতি, মৌমাছিরা
ফুল বাগানে ভরে।

পাখিদের অভিমান
এম. আবু বকর সিদ্দিক

মেঘলা দিনে হিজল বনে
পাখপাখালির মান,
সূয্যিমামা হাসছেনা তাই
গাইবনা আজ গান।

বৃষ্টিনূপুর টাপুর টুপুর
ঝরছে মিষ্টি জল,
বৃক্ষমেয়ে বৃষ্টি পেয়ে
খুশিতে ঝলমল।

ক'দিন গেলে ডালে ডালে
দুলছে পাকা ফল,
পাকা ফলের মধুর গন্ধে
পাখির জিভে জল।

পেটটা পুরে খেয়ে পাখি
গাইছে এবার গান,
জগত জুড়ে প্রভু তোমার
দয়া অফুরান।

শীতের দিনে বৃষ্টি
মহম্মদ সফিকুল ইসলাম

শীতেরদিনে বৃষ্টি এলে
শীত কমে যায় ক্ষণিক,
ঝিঙ্গা পটল গাজর মূলা
ক্ষেতে পায় তার টনিক।

মেঘলা আকাশ চুপটি করে
গুমরে মরে যেদিন,
বৃষ্টির রবির লুকোচুরি
রাতে কাঁপন সেদিন।

নিম্নচাপে বজ্রবিহীন
ইলশেগুড়ি জলে,
শীতের সবজি মাঠের পরে
সোনা হয়ে ফলে।

মাটি শুকোয় শীতের দিনে
তাপ কমে যায় রাতে,
নলেনগুড়ের মোয়া নাড়ু
কচিকাঁচার হাতে।

হঠাৎ যখন রোদের ঝিলিক
আবার আসে ফিরে,
আনন্দেতে বালকেরা
ভেড়ে নদীর তীরে।

শূন্যতা
রুস্তম আলী

কেউ কারও শূন্যতা পূর্ণ করে না
শূন্যতা থেকেই যায়।
চলে গেলে ফের কেউ ফিরে আসে না,
দৃষ্টিহীনতার আড়ালে চিরতরে থেকে যায়।
যেমন চলে গেছে দাদু, দাদি, নানা, নানি,
খালা, ফুফু ও আমাদের পূর্বসূরি'রা।
থেকে গেছে গেছে তাদের শূন্যতা।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

দেবী দুর্গার এই তিন মন্ত্র পাঠ করলেই সব বাধা দূর হবে, জীবনে আসবে অর্থ এবং সমৃদ্ধি

মায়ের আগমনে হয় দুর্গতি নাশ। মা আনেন সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি। দেবী দুর্গার এমন কয়েকটি মন্ত্র রয়ছে, যেগুলি জানা থাকলে এবং সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে পাঠ করলে দূর হয় সকল বাধা।

এই মন্ত্রগুলি আপনার বিভিন্ন সমস্যায় সাহায্য করবে এবং নির্মূল হবে সব সমস্যা, শুধু ভক্তি ভরে, শুদ্ধ চিত্তে দেবীর কাছে আরাধনা করতে হবে।

প্রথম মন্ত্র:

ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোস্তুতে ।।

যদি জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক সমস্যা থাকে, তাহলে এই মন্ত্রটি পাঠ করলে উপকার পাওয়া যায়।প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেবীর সামনে একটি প্রদীপ জ্বালিয়েএই মন্ত্র পাঠ করতে হবে, তাহলে সহজেই জীবনের সমস্ত বাধা দূর হবে এবং কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছন সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় মন্ত্র:

দেহি সৌভাগ্যম আরোগ্যম দেহি মে পরমং সুখমরূপম দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেবি দ্বিষো জহি।।

দেবী দুর্গার এই মন্ত্রটিও খুব শক্তিশালী বলে দাবি করেন পন্ডিতেরা।প্রতি শুক্রবার দেবী দুর্গার সামনেপ্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করতে হবে। লবঙ্গ এবং কর্পূর সহযোগে করতে হবে আরতি। তারপর এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করলে দুর্ভাগ্য কেটে যাবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আসবে আর্থিক সুখ।

তৃতীয় মন্ত্র:

সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে । শরণ্যে ত্রম্যকে গৌরি নারায়নী নমোস্তুতেঃ ।। সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি। গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তুতেঃ ॥ শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে। সর্বস্যার্তি হরে দেবী নারায়ণী নমোস্তুতেঃ ।।

এই মন্ত্র নিয়মিত পাঠ করলে পাপ মুক্তি হয়। মোক্ষ লাভ হয়। যে কোনও কঠিন কাজে যাওয়ার আগে দেবীর সামনে এই মন্ত্র পাঠ করলে, তাঁর আশীর্বাদ পাওয়া যায়। সমস্ত কাজে আসে সাফল্য।

অশুভের দমন

শান্তনু দত্তগুপ্ত

সুপ্রিম কোর্ট 'বিশাখা গাইডলাইন' ইস্যু করেছিল ১৯৯৭ সালে। লক্ষ্য ছিল, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যেন যৌন হয়রানির শিকার হতে না হয়। এই গাইডলাইনের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন হতে সময় লেগে গিয়েছিল আরও ১৫ বছর। মাঠেঘাটে হোক কিংবা অফিস, কাজে যাওয়া নারী সমাজের প্রত্যেক প্রতিনিধি আশ্বস্ড় হয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, যাক, এবার আমাদের হাতে একটা অস্ত্র এল। সরকার পাশে দাঁড়াল। আইন সঙ্গ দিল। কিন্তু তাঁদের অনেকেই জানতে পারেননি, এ ছিল এক দীর্ঘ লড়াই। তাঁদেরই মতো এক যুবতীর। ছ'বছর বয়সে বিয়ে হয়ে আসা, চার সন্ড়ানের মা, সরকারি প্রকল্পে কাজ করা দিনমজুর এবং সমাজের অবক্ষয় নিয়ে সরব হওয়া এক নারী। ভাঁওয়ারি দেবী। রাজস্থানের ছোট্ট এক গ্রামের বধূ। শিশু বয়সে বিয়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন তিনি। 'নিচু জাতে'র হয়েও গুজ্জর পরিবারের মাত্র ন'মাসের মেয়ের বিয়ে আটকে দিয়েছিলেন তিনি। ফল ভোগ করতে হয়েছিল তাঁকেই। মাঠে কাজ করার সময় পাঁচজন গণধর্ষণ করেছিল ভাঁওয়ারি দেবীকে। তারপর? পুলিস এফআইআর নেয়নি। হাসপাতাল স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেনি। যতক্ষণে জয়পুরের হাস-পাতালে গিয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষার সুযোগ মিলল, ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। নমুনা সংগ্রহ করেও লাভ হল না। নিম্ন আদালতে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিল অভিযুক্তরা। কোর্ট বলেছিলে, স্বামী গণধর্ষণ দেখেনি। তথ্য-প্রমাণও নেই। উপরন্তু মহিলা একইসঙ্গে কাকা এবং ভাইপোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। আমাদের দেশের সংস্কার এমন নয়। ভাইপোর সামনে কাকা কখনও ধর্ষণ করতে পারে না। একঘরে হয়ে গিয়েছিলেন ভাঁওয়ারি দেবী। মায়ের সৎকারেও অংশ নিতে পারেননি তিনি। কিন্তু লড়াই থামাননি। আরও উঁচু আদালতে। আর সমাজেও। তারই ফল ছিল বিশাখা গাই-লডাইন। সমাজের নানা স্ড়রে বাল্যবিবাহ আর মহিলাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচার। সাহসিকতার জন্য পরবর্তীকালে সরকারি পুরস্কারও। ভাঁওয়ারি দেবী জানতেন, নিজের জন্য লড়ছেন না তিনি। তাঁর লড়াই সিস্টেম, সামাজিক অশিক্ষা এবং অশুভের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে তাঁকে জিততেই হবে।

আজ? আমাদের চিন্তা শুধু স্বার্থের জালে নিজেদের আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলা। সবার প্রশ্ন তো একটাইর্ড়দিনের শেষে কী পাব? জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ বা কর্মযোগ নয়। একমাত্র প্রাপ্তিযোগ। আগে ওই হিসেবটা করে নিতে হবে। প্রথমেই অবশ্য আসল দাবিটা জানানো যাবে না। **(চলবে)**

ডাঃ ইফতেখার চৌধূরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল , কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন

মুমিনের জন্য ইমান সবচেয়ে দামি

শাইখ মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন

ইমান একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় সম্পদ। যদি কোনো মুসলমানকে বলা হয়, তোমাকে পৃথিবীর সব সম্পদের মালিকানা দেওয়া হবে বিনিময়ে ইমানের মালাটি গলা থেকে খুলে ফেল, এমন লোভনীয় প্রস্তাবকে অনায়সে প্রতিটি মুমিনই না করে দেবেন। কেননা সব ধরনের লোভ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর প্রেমের লোভে পড়ে যাওয়া ঘোষণাই হলো ইমান। আর যে ব্যক্তি মনে প্রাণে ইমানদার হয়, আল্লাহকে রব বলে আর নবি (সা.)কে নেতা বলে মেনে নেয়, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। দুনিয়ার ষাট-সত্তর বছরের জীবনে বিপুল সম্পদের মালিক বনে গিয়ে আখেরাতের জান্নাতের মালিকানা হারাবে এমন বোকা কোনো মুমিন হতে পারে না।

ইমানের ঘোষণা দেওয়ার জন্য দুটি বিষয় প্রয়োজন। এক হলো আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা, দ্বিতীয় রেসালাতের স্বীকৃতি। যে আল্লাহকে এক বলে মেনে নেয় সে নবিকেও নেতা বলে মেনে নেয়। আর যে নবিকে নেতা মেনে নেয় সে পুরো দ্বীনকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার শপথ নিয়ে ইমানের উত্তপ্ত ময়দানে পা রাখে। ইমানের পুরস্কার সম্পর্কে বুখারি শরিফে হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহতায়ালা রাসূল (সা.)কে জানিয়েছেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হলো আমার দুর্গ। যে এ দুর্গে আশ্রয় নেয় সে আমার শাস্তি থেকে পুরোপুরি নিরাপদ।' প্রখ্যাত মিশরীয় মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ মাদানি (রহ.) খতিব বাগদাদির সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।' যে ব্যক্তি এ কথা মেনে নেবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব জাহান্নাম হারাম।'

কালেমায়ে তাওহিদ মেনে নেওয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ শুধু যে ইমানের খাতায় নাম লেখায় তা নয় বরং তার পেছনের জীবনের গোনাহও মাফ হয়ে যায়। হাফেজে হাদিস ইমাম দায়লামি (রহ.) খাদেমে রাসূল হজরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কোনো মানুষ যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করে তখন কালেমায়ে তাওহিদের নুর সাত আকাশ ছাড়িয়ে আরশে আজিমে আল্লাহর কুরসির সামনে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি কাঁপছ কেন? স্থির হও।' কালেমায়ে তাওহিদ বলে, 'হে আল্লাহ! আমি কীভাবে স্থির হব আমাকে যে মেনে নিয়েছে এখনো তার গোনাহ ক্ষমা করা হয়নি।' জবাবে আল্লাহ বলেন, তুমি এখানে আসার আগেই আমি তার গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি।'

কালেমায়ে তাওহিদের এত মর্যাদা কেন? কারণ কালেমায়ে তাওহিদের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নেওয়া হয়। ফলে যত ধরনের শিরক ও কুফরি আকিদা রয়েছে সেগুলো বাতিল ঘোষণা করা হয়। মুসনাদে আহমদ ও তিরমিজি শরিফে হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহতায়ালা তার হাবিবকে বলেছেন, 'হে নবি! আপনার উম্মতদের বলে দিন, তারা সবাই যেন আমাকেই ভয় করে। কেননা ভয়ের উপযুক্ত সত্তা কেবল আমিই। আর ইমানের ঘোষণা দেওয়ার পর কেউ যেন আমার সঙ্গে কোনো বাস্তব বা কল্পিত সত্তাকে শরিক না করে। যে আমার সঙ্গে কোনো শরিক করবে না তাকে ক্ষমা করে দেওয়া আমার কর্তব্য।'

শেষ করছি হজরত মূসা (আ.)-এর একটি চমৎকার ঘটনা শুনিয়ে। মুসনাদে আবু ইয়ালায় হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তুর পাহাড়ে ৪০ দিন অবস্থানের পর তিনি যখন তাওরাত কিতাব পেলেন তখন আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে একটি বিশেষ দোয়া শিখিয়ে দিন, যে দোয়ার মাধ্যমে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আপনি সাড়া দেবেন। আল্লাহ বললেন, মূসা! তুমি দোয়ার সময় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে দোয়া করবে। মূসা নবি বললেন, হে আল্লাহ! এ কালেমা পড়ে তো সবাই আপনাকে ডাকে। আমি বিশেষ কোনো দোয়া জানতে চেয়েছি। জবাবে আল্লাহ বললেন, হে মুসা! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কত দামি কালেমা জানো? পৃথিবীর সব মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকুল, সাত আসমান ও সাত আসমানের অধিবাসী সাত জমিন ও সাত জমিনের অধিবাসী সবাইকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর কালেমায়ে তাওহিদ অন্য পাল্লায় রাখা হয়, অবশ্যই কালেমায়ে তাওহিদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' ওজন ভারী হবে।' সুবহানাল্লাহ।

লেখক : চেয়ারম্যান, জামালী তালিমুল কুরআন ফাউন্ডেশন এবং খতিব, রূপায়ণ টাউন সেন্ট্রাল মসজিদ।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কলকাতা কড়চা

বিশ্বাস কোনও ধর্মের উপর নির্ভর করে না, অষ্টমীতে অঞ্জলি দেব, তার পর ভোগও খাব: নুসরত

কলকাতা ডেস্কঃ দুর্গাপুজো উপলক্ষে শুরু হয়েছে আনন্দবাজার অনলাইনের বিশেষ বিভাগ ‘তারকার পুজো’। উদ্‌যাপনের স্মৃতি এবং পরিকল্পনা জানাচ্ছেন আপনাদের পরিচিত মুখেরা। এ বার পুজো নিয়ে লিখলেন নুসরত জাহান।

ছোট থেকেই দুর্গাপুজোর সঙ্গে একটা আনন্দের আমেজ জড়িয়ে থাকে। পুজো মানেই ছুটি। পুজো মানেই শহরের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদেরও সেজে ওঠার সময়। তার থেকেও বড় কথা, পুজো মানেই দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। কারণ, মা আসছেন।

পুজো আসছে শুনলেই মনের মধ্যে একটা অন্য রকমের ভাললাগা তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন কোণে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের কাছে পুজো অন্য রকম অনুভূতি। সারা বছর অপেক্ষা করে থাকা। কিন্তু, পুজো এলেই তো ঝড়ের গতিতে দিনগুলো কেটেও যায়। তার পর খুব মনখারাপ করে।

পুজোর সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি। মনে আছে, ছোটবেলায় আমাদের কনভেন্ট স্কুলে একটু কম ছুটি দেওয়া হত। কিন্তু তার মধ্যেও চেষ্টা করতাম যতটা সম্ভব আনন্দ করে নিতে। আমার মাসির বাড়ি বেহালায়। তাই ভাই-বোনেদের নিয়ে একসঙ্গে ঠাকুর দেখার স্মৃতি আজও আমার মনে টাটকা। তখন তো সুযোগ পেলে কখনও বাইকে, কখনও আবার বাসে চড়ে এলাকা ভাগ করে ঠাকুর দেখতাম। তখন নতুন জুতোয় পা কেটে যাচ্ছে বা খিদে পাচ্ছে কি না, এ সব মাথায় আসত না। এক দিন সারা রাত ঠাকুর দেখে যদি শরীর খারাপ করত, তা হলে পরের দিন বিশ্রাম। তার পর আবার ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়া। সেই সব দিনগুলো খুব মিস্ করি। তবে পুজোর মধ্যে একটা দিন নির্দিষ্ট থাকত, সে দিন বাবা আমাদের নিয়ে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেতেন। আমি ছোট থেকেই খুব জেদি। মনে আছে, এক বার বাবা বললেন, যত ক্ষণ না পর্যন্ড় আমি ক্লান্ড় হয়ে পড়ছি, তত ক্ষণ ঠাকুর দেখতে হবে। বাড়ি ফেরা যাবে না!

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পুজোর দিনগুলোও বদলে গিয়েছে। এখন তো অতিথি হিসেবে বহু পুজোয় যেতে হয়। ঠাকুরও দেখা হয়ে যায়। তবুও চেষ্টা করি সময় করে ভিড় এড়িয়ে ঠাকুর দেখার। পুজোর সঙ্গে বাঙালির পেটপুজোও জড়িয়ে। পুজোর সময়ে রাস্ড়ার দু’পাশের ফাস্ট ফুডের স্টলগুলো আমাকে খুব টানে। এই প্রসঙ্গে গত বছরের একটা অভিজ্ঞতা না জানালেই নয়। আমি আর যশ ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছি। যশকে ভিড়ের মধ্যে ধীরে ধীরে গাড়িটা চালাতে বলে আমি টুক করে নেমে পড়েছিলাম। পরবর্তী গন্ড়ব্য ঘুগনির দোকান। যশ বুঝতেও পারেনি। আমাকে দেখে মানুষের ভিড়। সকলের সঙ্গে ছবিও তুলেছিলাম। কিন্তু আমার হাতে তখনও ঘুগনির পেট! পুজোর আগে আমার আর যশ, দু’জনেরই ব্যস্ড়তা তুঙ্গে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে বলেছি, সময় করে আমাকে নিয়ে একটু বেরোতে। মা, বাবা এবং বাচ্চাদের জন্য কেনাকাটা করতে হবে। ব্যস্ড় তার জন্য প্রতি বছর পুজোর কেনাকাটা শেষ মুহূর্তেই সময় পাই। ঈশানের এখন সাড়ে তিন বছর বয়স। অনেকটাই বড় হয়েছে। গত বছর ওকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম। ও মণ্ডপের আলোকসজ্জা দেখতে খুব পছন্দ করে। গত বছর ঢাকের তালে একটু আধটু নেচেওছে। দেখেছি, এখন ও পুজো বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করে। ‘দুগ্‌গা আসছে’- গোছের অল্পবিস্ড়র কথাও বলছে। এ বার কী করে, দেখা যাক। পুজোয় বাচ্চাদের নিয়ে একটা দিন সময় কাটানোর পরিকল্পনা তো থাকবেই। তা ছাড়া আমরা সময় বার করতে না পারলেও দাদুরা ঠিকই নাতিদের নিয়ে ঠাকুর দেখাতে বেরিয়ে পড়বেন।

পুজোয় সাধারণত আমি আর যশ কলকাতায় থাকার চেষ্টা করি। কারণ, কাজের বাইরে আমাদের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাই। তা ছাড়া, আমাদের অনেক বন্ধু বছরের এই চারটে দিনই শহরে আসেন। তাঁদের সঙ্গেও দেখা করার সুযোগ পাই। একসঙ্গে আড্ডা দেওয়া খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে দিয়ে খুব ভাল সময় কাটে।

প্রত্যেক বছর অষ্টমীর দুপুরে আমি ভোগ খেতে খুব ভালবাসি। একশো বার হয়তো তার জন্য আমাকে কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছে! কিন্তু তার পরেও অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দিই, আগামী দিনেও অঞ্জলি দেব। কারণ, বিশ্বাস কোনও ধর্মের উপর নির্ভর করে না। কোনও ভাষার উপরেও নির্ভর করে না। বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ড়। ট্রোলিংকে আমি পাত্তা দিই না। কারণ প্রত্যেকের তার নিজের মতো জীবন যাপনের স্বাধীনতা রয়েছে। কেউ অন্যের জীবনযাপনের শর্ত নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আমি সমাজমাধ্যমে দেখেছি, মহিলাদের একটু বেশিই ট্রোল করা হয়। চারটে লাইন লিখে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে চিনিও না, জানিও না। তাই পাত্তাও দিই না।

এ বারের পুজো নিয়ে নানা মন্ড়ব্য কানে আসছে। আমার মতে, পুজো অন্য রকম হয় না। তার মেজাজ অন্য রকম হতেই পারে। আমরা অন্য রকমের একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, ঠিকই। কিন্তু আমার মতে, পুজোর সঙ্গে জড়িত মানুষের আমেজ নষ্ট হয় না। মা আসছেন। প্রতি বছরের মতো এ বারেও তাঁর সামনে দাঁড়াব। সকলের জন্য মঙ্গলকামনা করব। আমার শহরটা কঠিন সময়ের সঙ্গে লড়ছে। মা যেন প্রত্যেকের জীবনে শান্ড়ি পৌঁছে দেন। আনন্দবাজার অনলাইনের পাঠকদের শারদীয়ার শুভেচ্ছা।

‘উৎসব না কি প্রতিবাদ? মনে দ্বন্দ্ব থাকলে একবার দেবীমূর্তির দিকে তাকান’

কলকাতা ডেস্কঃ দুর্গাপুজো উপলক্ষে শুরুহয়েছে আনন্দবাজার অনলাইনের বিশেষ বিভাগ ‘তারকার পুজো’। উদ্‌যাপনের স্মৃতি এবং পরিকল্পনা জানাচ্ছেন আপনাদের পরিচিত মুখেরা। এ বার পুজো নিয়ে লিখলেন রুদ্রনীল ঘোষ।আমি তো হাওড়ার ছেলে। পুজো মানে এখনও শৈশবের স্মৃতি ভিড় করে। মনে পড়ে যায়, সমবয়সিদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কথা। কার ক’টা ক্যাপ ফাটানোর বন্দুক হয়েছে, কার ক’টা নতুন জামা হয়েছেড় এ রকম প্রশ্নগুলোই পুজোর শুরুর দিকে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেত। তার সঙ্গে থাকত ঠাকুর দেখা এবং পড়াশোনা থেকে দিন কয়েকের ছুটির আনন্দ। আর থাকত পায়ে নতুন জুতোর ফোস্কা!বয়স বাড়ছে। এখন পুজো মানে আমার কাছে দুটো উদ্দেশ্য।প্রথমত, ধর্মাচরণ। সনাতন হিন্দু ধর্মের মধ্যে অনেক ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে রয়েছে। মা আসছেন। এই চারটে দিন আমার কাছে তাঁর আরাধনায় নিজেকে ব্যস্ড় রাখার সময়।

দ্বিতীয়ত, মানুষ এখন খুবই ব্যস্ড়। আমরা যেন বড় বেশি ভার্চুয়ালে নির্ভরশীল! সারা বছর তো কারও সঙ্গে সেই ভাবে দেখা করার সুযোগ হয় না। আমার কাছে পুজো মানে সেই মানুষগুলোর সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ। তাঁদের কাঁধে হাত রেখে আড্ডা দেওয়ার সুযোগ। বড়দের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের সুযোগ।

‘হেসে হেসে করি বা নেচে, প্রতিবাদ করেছি’, আগমনী আড্ডায় সাফ কথা রাত দখলের প্রতিনিধিদেরযখন ছোট ছিলাম, চুটিয়ে ঠাকুর দেখতাম। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এবং পেশার কারণেই প্রচুর ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে হয়। সেই ভাবে আমার ঠাকুর দেখার সুযোগও কমে গিয়েছে। এখন সমাজমাধ্যমের দৌলতে পাড়ার সাদামাটা মানুষটিও পরিচিত। এই পরিচিতি শব্দটা এখন আর ‘তারকা’ বৃত্তে সীমাবদ্ধ নেই। আমরা যত বেশি পরিচিত হই, তত বেশি নিজের মতো থাকার পরিসর কমতে থাকে। পাশে শিকল পড়ে। হয়তো ভিড়ের মধ্যে তন্ময় হয়ে প্রতিমা দর্শন করছি। কাঁধে টোকা পড়ে এবং শোনা যায়, ‘আমি কি আপনার সঙ্গে একটা সেলফি তুলতে পারি’। আমি রাজি না হলে তিনি হয়তো সমাজমাধ্যমে আমার নামে দু-চারটে বাজে কথা লিখেও দেবেনড় রুদ্রনীল ঘোষ খুবই উন্নাসিক! শুরু হবে ট্রোলিং! যিনি ছবি তুলতে চাইছেন, দোষ তাঁর নয়। আসলে, নিজের পেশার তাগিদে বুঝতে পেরেছি, কী করা উচিত আর কোনটা নয়।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সুমন পালিত

মতো। দুর্গাপূজা উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হতো ঠাকুরবাড়িতে। কর্মচারীদের সবাইকে নতুন পোশাক কেনার অর্থ দেওয়া হতো। ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের জন্য ছিল প্রতিদিন নতুন পাঞ্জাবি আচকান ও জরির টুপি। আর মেয়েদের জন্য ছিল প্রতিদিন নতুন শাড়ি। দেবী দুর্গার মাথায় শোভা পেত সোনার মুকুট। গতর ভরা সোনার অলংকার। সে অলংকার আনা হতো ফ্রান্স থেকে। সাজসজ্জার পিছনে যে ব্যয় হতো তা ছিল অকল্পনীয়। দুর্গাপূজায় ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হতো ৫১ রকমের। সোনার থালা ও বাটিতে দেওয়া হতো সেই ভোগ। তবে এ উপলক্ষে পশু বলি দেওয়া হতো না। কারণ জোড়াসাঁকোর ঠাকুররা ছিল বৈষ্ণব। পশুর বদলে দেওয়া হতো কুমড়ো বলি। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী বিনয়িনী দেবী লিখেছেন, রুপোর প্রদীপ দানিতে এক হাজার একটি ঘিয়ের প্রদীপ দিয়ে, রুপোর ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি শুরু হতো। প্রতিমার দুই পাশে জ্বলত ঘিয়ের প্রদীপ। তিন দিন তিন রাত ধরে প্রদীপ জ্বলত।

ঠাকুররা ছিল অভিজাত পরিবার। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সাধারণ মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে দুর্গাপূজার সময় তারা হতেন উদার। এ সময়ে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল অবারিত। কলকাতার বিশিষ্টজনদেরও পূজা উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানানো হতো। আমন্ত্রণ পেত ইংরেজরাও। দেবী বিসর্জনের দশমীর দিন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে বর্ণাঢ্য মিছিল বের হতো। দেবী সঙ্গে নিয়ে বের হতেন ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা। তার আগে নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দেওয়া হতো ঠাকুরবাড়ি থেকে। তারা বিশ্বাস করতেন এই পাখি কৈলাসে গিয়ে মহাদেবকে পার্বতীর আগমন বার্তা জানিয়ে দেবে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দুর্গার গায়ে যে গহনা থাকত সেগুলোসহ বিসর্জন দেওয়া হতো। কেউ যাতে বিসর্জনের আগে তা খুলে না নেয় সে ব্যাপারে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কড়া নির্দেশ ছিল। ঠাকুরবাড়ির প্রতিমার গয়নাগাটি নেওয়ার জন্য গঙ্গাতীরে অসংখ্য লোকের ভিড় হতো। শুরু হতো প্রতিমার গহনা লুটের প্রতিযোগিতা। দেবী বিসর্জনের পর ঠাকুরবাড়িতে চলত আরেক উৎসব। নাচ ও গান বাজনার জলসা। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনা হতো বাইজিদের। যাত্রার আয়োজন করা হতো ঘটা করে।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যে অপচয়-অপব্যয়ের উৎসব চলত, তাতে ক্ষুব্ধ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সন্তানরা। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ও তার ভাইয়েরা ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। যে ধর্ম ছিল মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে। একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করেন এই ধর্মের অনুসারীরা।

প্রিন্স দ্বারকানাথের রাজকীয় জীবনযাপনের খরচ মেটাতে ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে ঠাকুর পরিবার। রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘাড়ে পরিবারের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পর ধারদেনা শোধ করতে তিনি কৃচ্ছ্রতার আশ্রয় নেন। কঠোর পরিশ্রম করেন তিনি। নতুবা ঠাকুর পরিবারের অগ্রযাত্রা হয়তো তার আমলেই থেমে যেত।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজা ছিল সারা বাংলার প্রধান আকর্ষণ। ১৮৬১ সালে সে পূজা বন্ধ হওয়ার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব হারায় এ পরিবারটি। তবে ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কারণে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি আলাদা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নোবেল জয়ী কবি রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে তা শুধু কলকাতা নয়, জগৎজুড়ে পরিচিত হয়ে ওঠে।

দুর্গাপূজা এক সময় ছিল ধনী বণিকের পূজা। তবে পরবর্তীতে তা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্বজনীন পূজায় পরিণত হয়। সমষ্টিগতভাবে দুর্গাপূজার আয়োজন শুরু হয় বাংলাজুড়ে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। আজকের বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের পূর্ব অংশ। পশ্চিম অংশ ছিল হাজার মাইল দূরে আরেক প্রান্তে। যেটি এখন পাকিস্তান নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরও পূর্ব পাকিস্তানে দুর্গাপূজা পালিত হয়েছে যথাযোগ্য মর্যাদায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল দেখার মতো। আজকের লেখাটি শেষ করব শিরোনামে উল্লিখিত বিষয়টি নিয়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ১১ বছরের মাথায় জারি হয় সামরিক শাসন। মীরজাফরের বংশধর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানের যোগসাজশে তিনি সামরিক আইন জারি করেন। মাত্র ২০ দিন পরে ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জাকে হটিয়ে নিজেই ক্ষমতা হাতে নেন আইয়ুব খান। নিজেকে ঘোষণা করেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক আইন প্রশাসক। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন লে. জেনারেল আজম খান। আজম খানকে বলা হতো বেলুচিস্তানের কসাই। স্বাধীনতাকামী বালুচদের দমনে তিনি নৃশংসতার পথ বেছে নেন। লাহোরের কাদিয়ানী বিরোধী দাঙ্গা দমনে নিজের হাত লাল করেন তিনি। এহেন আজম খান পূর্ব বাংলায় আবির্ভূত হন এক ভিন্ন মানুষ হিসেবে। ঢাকার আজমপুর এবং খুলনার আজম খান কমার্স কলেজ এখনো এই পাকিস্তানি জেনারেলের নাম ধারণ করে আছে।

যা হোক জেনারেল আজম খান সম্পর্কে একটি গল্প বেশ প্রচলিত ছিল পাকিস্তান আমলে। গল্পটি মরহুম সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীর কাছ থেকে শোনা। তিনি এটি শুনেছিলেন যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ মোজহারুল ইসলামের কাছ থেকে। গল্পটি এরকম। গভর্নর গিয়েছেন দুর্গাপূজা মন্ডপ পরিদর্শনে। এ সময় পুরোহিতরা গভর্নরের কাছে হিন্দু ধর্মের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেন। একপর্যায়ে আজম খান অসুরকে দেখিয়ে বলেন- ইয়ে কোন হ্যায়? পুরোহিতের জবাব অসুর। প্রশ্ন করেন ইয়া কিয়া কর রাহা? পুরোহিতের জবাব ও দেবিকা সাথ ফাইট কর রাহা। গভর্নর কারোর কিছু বুঝে ওঠার আগেই- শালা বেতমিজ, আওরাত সাথ ফাইট কর রাহা বলেই হাতের বাঁকা লাঠি দিয়ে অসুরের গলা ধরে দেন টান। ভেঙে যায় অসুরের মুন্ডু। পুরোহিতরা হাতজোড় করে বলেন, হুজুর মূর্তি ভেঙে গেছে। ভাঙা মূর্তি দিয়ে তো পুজো হবে না। আজম খান বুঝলেন তার ভুল হয়ে গেছে। পকেট থেকে টাকা বের করে দিয়ে বললেন নয়া মূর্তি বানাও। মগার অসুর মতো বানাও। ও শালা বেতমিজ। আওরত সাথ ফাইট করতা।

ক্ষমা প্রার্থনা : গত বুধবারের ‘মাজার ভাঙার পিছনে কাদের কালো হাত’ শীর্ষক কলামে মরহুম মাঈনউদ্দিন খান বাদলের নাম ভুল করে মহিউদ্দিন খান বাদল ছাপা হয়েছে। বাদল ভাই আমাকে স্নেহের চোখে দেখতেন। তার নাম ভুলভাবে ছাপা হওয়ায় ক্ষমা চাচ্ছি পাঠক এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার কাছে।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক

যতীন সরকার

জড়ো আনুষ্ঠানিকতা হয়ে থাকবে। স্মরণ করি কবি নজরুলকে। কবি নজরুল ইসলাম সর্বজনীনতার আরও সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন মুসলমানত্বের কোনো ব্যত্যয় না ঘটিয়েই। তিনি বাঙালিত্বকে সমগ্র সত্তায় ধারণ করেছেন। বাঙালির দুর্গোৎসবে দেশের সংকটকালে দুর্গাদেবীকে কবি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুযোগ জানান- ‘আর কতকাল থাকবি, বেটী মাটির ঢেলা মূর্তি আড়াল?/ স্বর্ণ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।’ তৎকালীন শাসকরা বুঝেছিল তার এই উচ্চারণের সমার্থ। আর এর জন্যই রাজদ্রোহের অভিযোগে কবিকে দেওয়া হয় কারাদণ্ড।নজরুলের এই কবিতা ও এর জন্য তার দণ্ডলাভ বাঙালির দুর্গোৎসবে আরও একটি নতুন মাত্রায় যোগ করল। পৌরাণিক কাহিনির রাম-রাবণের যুদ্ধের নতুন এক তাৎপর্যও তিনিই তুলে ধরেন। তার মতো ‘সীতা’ হচ্ছে শস্য, আর ‘রাবণ’ হচ্ছে সেই লোভী ধনিক যে কৃষকের উৎপাদিত শস্য হরণ করে নিয়ে যায়। আর ‘রাম’ হচ্ছেন কৃষকনেতা যিনি অত্যাচারী ও শোষক ‘রাবণ’কে উৎখাত করার শক্তিলাভের বাসনাতেই অকালবোধনে মহাশক্তি দুর্গাদেবীর পূজা করেন। রামায়ণের অন্তর্গত বিভিন্ন আখ্যান ও বর্ণিত চরিত্রের যে তাৎপর্য নজরুল উদ্ঘাটন করেছেন, তেমনটি তার আগে কারোর চিন্তাতেই আসেনি।

রামচন্দ্র যে দুর্গাদেবীর পূজা করেছিলেন; এর মর্মার্থ আমরা ক’জন মনে রেখেছি, ধারণ করেছি? দুর্গাপূজা মানেই হচ্ছে নিজের ভেতর সেই শক্তির সঞ্চার ঘটানো, যে শক্তি দিয়ে সব অপশক্তি প্রতিহত ও নির্মূল করা যায়। এ কালের রাবণদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দায়িত্ব বর্তেছে আমাদের ওপর, প্রজন্মের ওপর- এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। দুর্গোৎসবের সর্বজনীন ও বৈপ্লবিক তাৎপর্য অনুধাবন করে এই উৎসবকে যথার্থ সার্থক করে তোলা সম্ভব। সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটনে যূথবদ্ধ প্রয়াস অব্যাহত রাখতেই হবে। দুর্গোৎসবের চেতনা ধারণ করে আমরা সেই শিক্ষাই লালন করব। সবার কল্যাণে সবাই থাকব নিবেদিত।

www.jonmobhumi.com

এখন নতুন ঠিকানায়
এস,এন জুয়েলারী এন্ড রিপেয়ার
আপনার পছন্দের ২২, ১৮ এবং ১৪ গোল্ড জুয়েলারীর অর্ডার দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী, রিপেয়ার এবং পুরাতন সোনা দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী করে থাকি।
যোগাযোগ: স্বপন ধর
৩৪৭-৮৯১-৮৮৯১
৩৭-৫০-৭৫ স্টিট ,জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

দিব্যধাম সেবাশ্রম মন্দিরে

পূর্ণতিথি অনুযায়ী **শ্রীশ্রী শারদীয় দুর্গা পূজা ২০২৪**

৮ই অক্টোবর বুধবার থেকে ১২ই অক্টোবর শনিবার ২০২৪ইং পর্যন্ত

৩৪-৬৩, ৫৬ স্ট্রীট (ব্রডওয়ে ও ৩৭ এভিনিউ এর মধ্যে), উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭

বিজয়া দশমীতে মহিলাদের সিঁদুর খেলা

সময়ঃ সকাল ১০ ঘটিকা থেকে রাত ১১ ঘটিকা পর্যন্ত

দেবীর নৌকায় আগমন/ ফল শস্যবৃদ্ধি ও জলবৃদ্ধিদেবীর ঘোটকে গমন/ ফল ছত্রভঙ্গ

৮ই অক্টোবর, ২৪ইং, মঙ্গলবার	শ্রীশ্রী দুর্গা মহাষষ্ঠী
৯ই অক্টোবর, ২৪ইং, বুধবার	শ্রীশ্রী দুর্গা মহাসপ্তমী
১০ই অক্টোবর, ২৪ইং, বৃহস্পতিবার	শ্রীশ্রী দুর্গা মহাষ্টমী
১১ই অক্টোবর, ২৪ইং, শুক্রবার	শ্রীশ্রী দুর্গা মহানবমী
১২ই অক্টোবর, ২৪ইং, শনিবার	শ্রীশ্রী বিজয়া দশমী

অন্যান্য পূজানুষ্ঠানঃ

শ্রীশ্রী কোজাগরী লক্ষ্মী পূজাঃ ১৬ই অক্টোবর (২৯শে আশ্বিন) ২০২৪, বুধবার

শ্রীশ্রী শ্যামা পূজাঃ ৩১শে অক্টোবর, (১৪ই কার্তিক) ২০২৩, বৃহস্পতিবার

শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজাঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী, (২০ মাঘ) ২০২৪, সোমবার

অঞ্জলী প্রদানঃ দুপুর ১ ঘটিকা থেকে রাত ৯ ঘটিকা, প্রসাদ বিতরণঃ দুপুর ২ ঘটিকা, সন্ধিপূজা ও আরতিঃ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ নমস্কার, এই শারদীয় মহামায়ার পূজাসহ অন্যান্য সকল পূজা-পার্বনে আপনার/আপনাদের স্বপরিবার, স্ববান্ধব নিমন্ত্রণ। আপনাদের উপস্থিতি, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা আন্তরিকভাবে আমাদের কাম্য।

শ্রী প্রবীর কুমার রায়
চেয়ারম্যান, ৯১৭-৮৮৫-৫৬০৫
শ্রী প্রভাষ চন্দ্র মণ্ডল
সভাপতি, ৬৪৬-৩২৭-২৩১৬

বিনয়াবনতঃ
সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল ভক্ত ও কর্মীবৃন্দ
পূজা উদ্‌যাপন আহ্বায়ক কমিটি

শ্রী স্বপন ধর
মেম্বার সেক্রেটারী, ৩৪৭ ২৩৭-৮০০০
শ্রী বিজয় বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক, (৩৪৭) ২৭৮-১০৯১

প্রতিদিন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়

আহ্বায়কঃ ইঞ্জিয়ার শ্রী প্রবীর বিশ্বাস (৬৪৬) ৪৭৯-১২০৯, সদস্য সচিবঃ শ্রী নারায়ণ দেবনাথ (৩৪৭) ৯৯৪-৬৪৩৯

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ

সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল সদস্য ও সদস্যা বৃন্দ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি ইচ্ছুক ব্যক্তিদের যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হলো।

আয়োজনেঃ সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ, ইনক

Email: pujandjapanusa@aol.com, Website: www.spupusa.org , FB: Sarbojanin Puja Udjapan, FB Page: Sarbojanin Puja Udjapan Parishad USA, Inc.

প্রচারপত্র স্বত্বাধিকারীঃ সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ, ইনক
51-69 72nd Street, Woodside, NY 11377

প্রচার সম্পাদক পার্থ সরকার (৩৪৭) ৫৫৩-৬৮৮৬ এবং সহ প্রচার সম্পাদিকা মিতুল দেবনাথ (৩৪৭) ৭২৩-৮০৫৪ কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত
355 South End Avenue, Apt. # 19D, New York, NY 10280

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

মদ ও মাৎসর্য। মাতৃচরণে তাদেরও নিঃশেষে বলি দিতে হবে। মাতৃকরুণায় তখনই হবে জীবের জৈবসত্তার বিলয় ও দৈবসত্তার জাগরণ। সেই জাগরণেই জীবের সার্থকতা, জীবনের চরিতার্থতা। মার্কণ্ডেয় ও বামন পুরাণের মতে, দেবী যেমন সর্বদেবতেজঃ সম্ভূত, দেবীপুরাণের মতে দেবীর বাহনও তেমনি সর্বদেবময়। দেবীপুরাণে বলা হয়েছে, দেবীর শত্রুদর্পনাশকারী বাহনকে স্বয়ং বিষ্ণু নির্মাণ করেছিলেন এবং তার মধ্যে সর্বদেবতার অধিষ্ঠান হয়েছিল। অর্থাৎ দেবীর মতো দেবীর বাহনও সর্বদেবময়। এর তাৎপর্য হলো, যে নিজের মধ্যে দেবাত্মশক্তিকে প্রকট করতে সমর্থ, দেবীর চরণাশ্রয় পাওয়ার অধিকারী সে-ই। সুতরাং জৈবশক্তিকে দমন করে তাকে দৈবশক্তিতে উত্তরণ করানোর ব্যঞ্জনাই নিহিত দেবীর সিংহবাহনত্বে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ : অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

TRAVIS NY INC
ALL KIND OF CELL PHONE ACCESSORIES
WHOLESALE
Tel: 929-278-9609
73-21 Broadway, (Lower Level) Jackson Heights, NY 11372

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra h2o T-Mobile univision mobile Lycamobile
Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

Karnafully Travel Inc
37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR
tel : 718-205-6050 ,718-205-6055

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
AUTHORIZED e-file PROVIDER
NOTARY PUBLIC
OUR SERVICES
- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
  - Individual
  - Corporation
  - Partnership
  - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public
TAX FILING

Subal C Debnath
OPEN 7 DAYS A WEEK
37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets

Mirza M Zaman (Shamim) - CEO
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

ফ্রাঞ্চাইজ খোলার অনুমোদন পেয়েছে ‘খলিল বিরিয়ানি’

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের সীমানা অতিক্রম করে আমেরিকা ও কানাডার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া সুনাম অর্জনকারী রেস্টুরেন্ট খলিল বিরিয়ানি অবশেষে আমেরিকার ফেডারেল ও সব স্টেটে ফ্রাঞ্চাইজ করার অনুমোদন পেল। এই প্রথম কোনো বাংলাদেশি কম্যুনিটির রেস্টুরেন্ট আমেরিকায় ফ্রাঞ্চাইজ খোলার অনুমোদন পাওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশি খাবার আমেরিকায় আরো বেশি ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাবে।

এই সুখবর জানিয়ে খলিল গ্রুপের চেয়ারম্যান শেফ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান মিডিয়াকে জানান, অনেকে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে অন্য দেশের খাবার বিক্রি করে থাকে। আমরা শুধুমাত্র বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী খাবারই পরিবেশন সার্ভ করছি। তাছাড়া আমার নিজস্ব রেসিপি অনুযায়ী যে খাবার প্রস্ʼত করা হয়, তাতে থাকে বাছাই করা ইনগ্রিডিয়েন্টস। আর থাকে উন্নতমানের অয়েল। সে কারণে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাসহ অন্যদেশী মানুষও খলিলের খাবার পছন্দ কর। মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের ভাষায়, ফুড যেমন কালচার তেমনই হেলথও। তিনি এই দুটি বিষয়ের সমন্বয় করে তার ব্যবসাকে মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

মেয়রের পাশে নেই কেউ

পদত্যাগের পর শুরু হয়েছে গ্রেপ্তার

নিউইয়র্কঃ ছিলেন নিউইয়র্ক পুলিশের ক্যাপ্টেন। অবসরে যাওয়ার পর ডেমোক্রেটিক রাজনীতিকে সক্রিয় হন এরিক আডামস। ব্রুকলিন বরোপ্রেসিডেন্ট হিসাবে সফলতা আসার পর বিপুল জনপ্রিয়তা নিয়ে বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচিত হন। কিন্ʼ মেয়র পদে মেয়াদ শেষ করার আগেই এরিক অ্যাডামসের জনপ্রিয়তায় ধস নামতে শুরু করেছে। দিন দিন তিনি একা হয়ে পড়ছেন। মেয়রকে বিপদে ফেলে পাশে নেই তারা, যারা এতদিন তার আশেপাশে ছিলেন। ফেডারেল তদন্তের মুখে থাকা নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস ৭ অক্টোবর সোমবার ঘোষণা করেছেন, তিনি তার ডেপুটি মেয়র ফর পাবলিক সেফটি ফিলিপ ব্যাংকসের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। এটি মেয়র অ্যাডামসের প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক পদত্যাগগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর আগে একে একে পদত্যাগ করেন তার প্রশাসনের প্রায় এক ডজন শীর্ষ কর্মকর্তা। শুরু হয়েছে গ্রেপ্তার প্রক্রিয়াও। ৮ অক্টোবর মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোহাম্মদ বাহিকে, যিনি আগের দিন সোমবার মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রশাসন থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। মেয়র এবং তার প্রচারণার তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে অ্যাডামস তার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপের মুখেও পড়েছেন। ইতিমধ্যে ডেমোক্র্যাট গভর্নর ক্যাথি হোকুলের পক্ষ থেকেও তাকে পদত্যাগের চাপ দেয়া হ”ছ বলে জানা গেছে। দীর্ঘদিন থেকে উত্থাপিত দুনীর্তির অভিযোগ এবং তদন্ত চলাকালে নিউইয়র্কসিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস বরাবর সব অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন। গত সপ্তাহে তার বিরুদ্ধে ইনডাইট করা হলে তিনি ম্যানহ্যাটানের ফেডারেল কোর্টে হাজিরা দেন এবং বেরিয়ে এসে বলেন ‘আমি সম্পূর্ণ নিদোর্ষ। যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছে এফবিআই তার সবই মিথ্যা বলে প্রমাণ করব আদালতে।’ এরিক অ্যাডামসকে ইনডাইট করার আগেই তার প্রশাসনের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও দুনীর্তির ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে। ফলে তারা পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন।

আলোয় ঝলমলে টাইম্‌স স্কয়ারে দুর্গাপূজায়

বিশ্বব্যাপী হিন্দুরা আন্দোলিত

এতে উৎসাহের সাথে জড়িয়ে যান। সাদা-কালো-বাদামী মানুষ, নারী-পুরুষ সবাই অংশ নেন। টাইম্‌স স্কয়ারে দুর্গাপূজা হচ্ছে, বিদেশিরা বিস্মিতভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন। নিউইয়র্ক-কে বলা হয় বিশ্বের রাজধানী, এবং টাইম্‌স স্কয়ার হচ্ছে হচ্ছে এর কেন্দ্রবিন্দু। টাইম্‌স স্কয়ার সর্বদা আলোয় ঝলমলে থাকে। বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে কোটি কোটি মানুষ টাইম্‌স স্কয়ার ভিজিট করে। সেই টাইমস স্কয়ারে এই প্রথম বারের মত দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় (৫-৬ই অক্টবর) এবং সেটি বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় এ ঘটনা একটি ইতিহাস, যারা এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের অভিনন্দন।

বাঙ্গালী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, দুর্গাপূজাও তাই ‘বিশ্বজনীন’ এবং ‘সর্বজনীন’। দুর্গাপূজা হচ্ছে, অসুরের বিরুদ্ধে সুরের লড়াই এবং এ লড়াইয়ে সর্বদা সুর, সুন্দর বা সত্য বিজয়ী হয়। দুর্গোৎসব ‘পারিবারিক মূল্যবোধ’ এবং ‘নারীশক্তি’-র প্রতীক। দেবীদুর্গা সপরিবারে মর্ত্যে আসেন, আবার আদ্যাশক্তি হিসাবে তিনি অসুর বধ করেন। দুর্গাপূজা বাঙ্গালী হিন্দু’র সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান। বাঙ্গালী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, দুর্গাপূজা তাই ‘বিশ্বজনীন’; দুর্গোৎসবের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আবেদন এটিকে করেছে ‘সর্বজনীন’। কলকাতা ও ঢাকার নামিদামি শিল্পী ছাড়াও টাইম্‌স স্কয়ার পূজায় ‘ধুনচি নৃত্য’; ‘সিঁদুর খেলা’, এবং উলুদ্ধনি ও শংখধ্বনি প্রতিযোগিতা। পূজায় ঘরে তৈরী করে কয়েক হাজার নারকেলের লাড্ডু ও সন্দেশ, মুড়ির মোয়া প্রসাদ হিসাবে বিতরণ করা হয়।

দীপ চ্যাটার্জি’র লাইভ কনসার্ট ও বিশাল জ্যোতি গেছেন। ড্যান্স স্কুল ‘আড্ডা’ (অনুপ দাশ ড্যান্স একাডেমি) নৃত্য পরিবেশ করে। ১০জনকে শারদ সন্মান দেয়া হয়: এরা হচ্ছেন: সর্বশ্রী সুশীল সাহা, ডাঃ কালিপ্রদীপ চৌধুরী, ব্রাহ্মণ স্বপন চক্রবর্তী, রথীন্দ্রনাথ রায়, কুমার বিশ্বজিৎ, রতন তালুকদার, ডাঃ দেবাশীষ মির্ধা, প্রবীর রায়, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী (মরণোত্তর) এবং শিল্পী তাজুল ইমাম। সকালে তিথি মেনে পূজা হয়, অঞ্জলী চলে দুপুর পর্যন্ত। প্রসাদ বিতরণ, ড্ৰাই খিচুড়ি/লাবড়া সবই ছিলো। টাইম্‌স স্কয়ার দুর্গাপূজা সফল হয়েছে। তেমন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। মানুষ খুশি হয়েছে। প্রবাসে বাংলাদেশের নাম ছড়িয়েছে, কারণ এ অসম্ভব সম্ভব করেছে বাংলাদেশের হিন্দুরা।

টাইম্‌স স্কয়ারে এবার পূজা এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হয় যখন বাংলদেশে হিন্দুরা নির্যাতিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে ৫৩ বছর ধরেই দেশে হিন্দুরা নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের শিকার। টাইম্‌স স্কয়ারে পূজায় আনন্দের বন্যা বইলেও বাংলাদেশে এবার পূজা নিরানন্দ। পূজায় উৎসাহ ও আনন্দ নেই, বা কম, এবং ভয়ভীতি বিরাজমান। একদল বলছে, পূজা হতে দেয়া হবেনা, হিন্দুরা বাংলাদেশ ছাড়ো। ক’জনা বক্তা বাংলাদেশের ঘটনা তুলে ধরেন। এ পূজার মাধ্যমে যে মেসেজটি এসেছে তা হচ্ছে: বাংলাদেশ ও আমেরিকায় হিন্দুরা ‘সংখ্যালঘু’, বাংলাদেশে পুলিশ প্রহরা ব্যতিত পূজা করা যায়না, আর টাইম্‌স স্কয়ারের উন্মুক্ত জায়গায় দেবীদুর্গার মুর্ক্তি অধিষ্ঠিত, কেউ মুর্ক্তি ভাঙ্গতে আসেনা।

নিউইয়র্কে অনেকগুলো পুজো হয়, টাইম্‌স স্কয়ার দুর্গাপূজা জানান দিয়েছে, হিন্দুরা শান্তিপ্রিয়, এর ধর্মীয় সংস্কৃতি চমৎকার ও আলোকিত এবং আনন্দময়। পূজায় বিশ্বশান্তি ও সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করা হয়.এবং বাংলাদেশে হিন্দুরা ভালো থাকুক এ প্রার্থনা করে হয়। মোদ্দা কথা হচ্ছে, টাইম্‌স স্কয়ার দুর্গাপূজা ভবিষ্যতে লন্ডনের রাসেল স্কয়ার বা মস্কোর রেড স্কয়ারে দুর্গাপূজা করতে হিন্দুদের উৎসাহিত করবে।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

দুর্গতিনাশিনী মহিষাসুরবিনাশিনী
শারদীয়া মায়ের শুভ আগমনে
সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

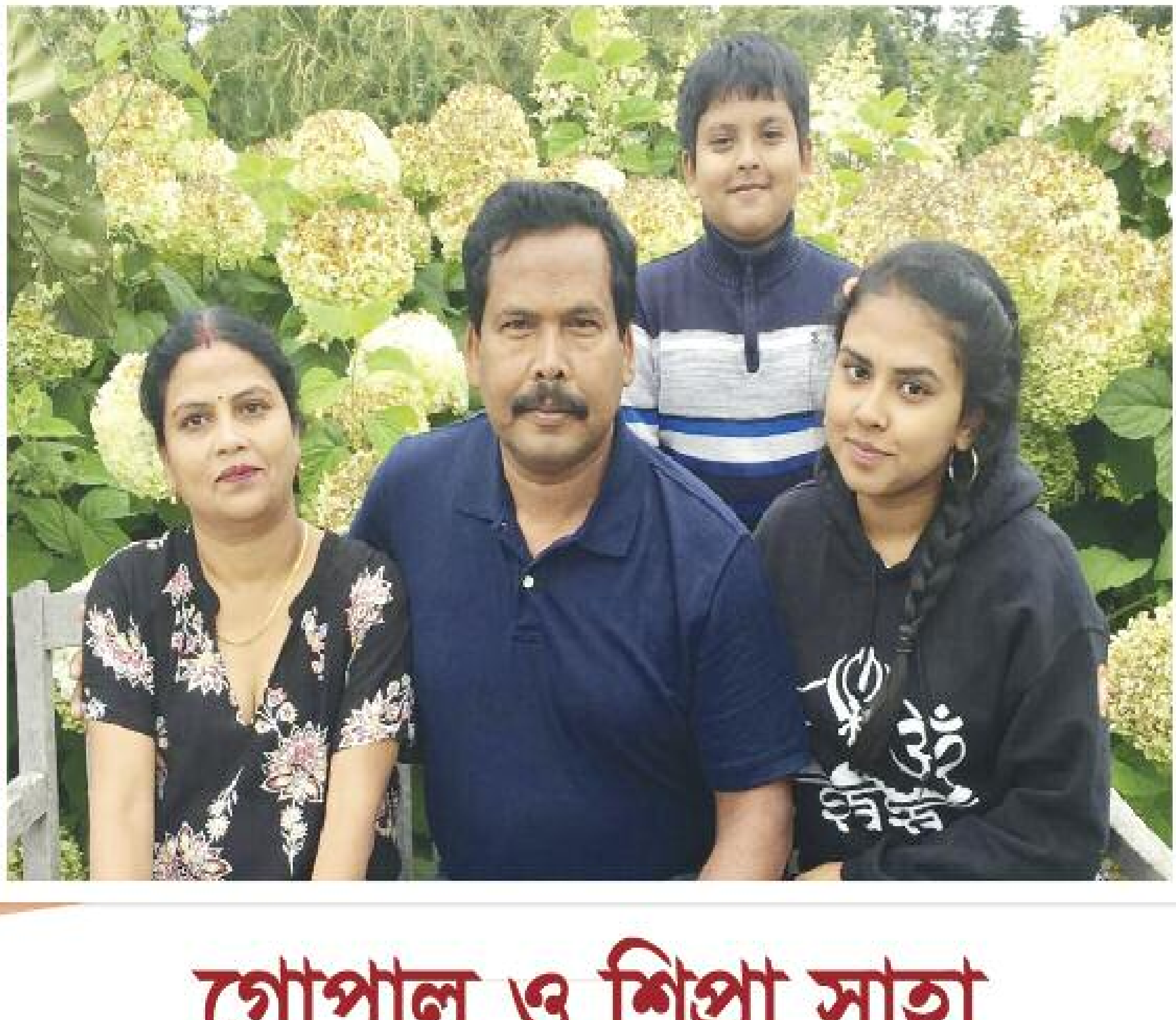

গোপাল ও শিপ্রা সাহা
এবং পরিবার

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

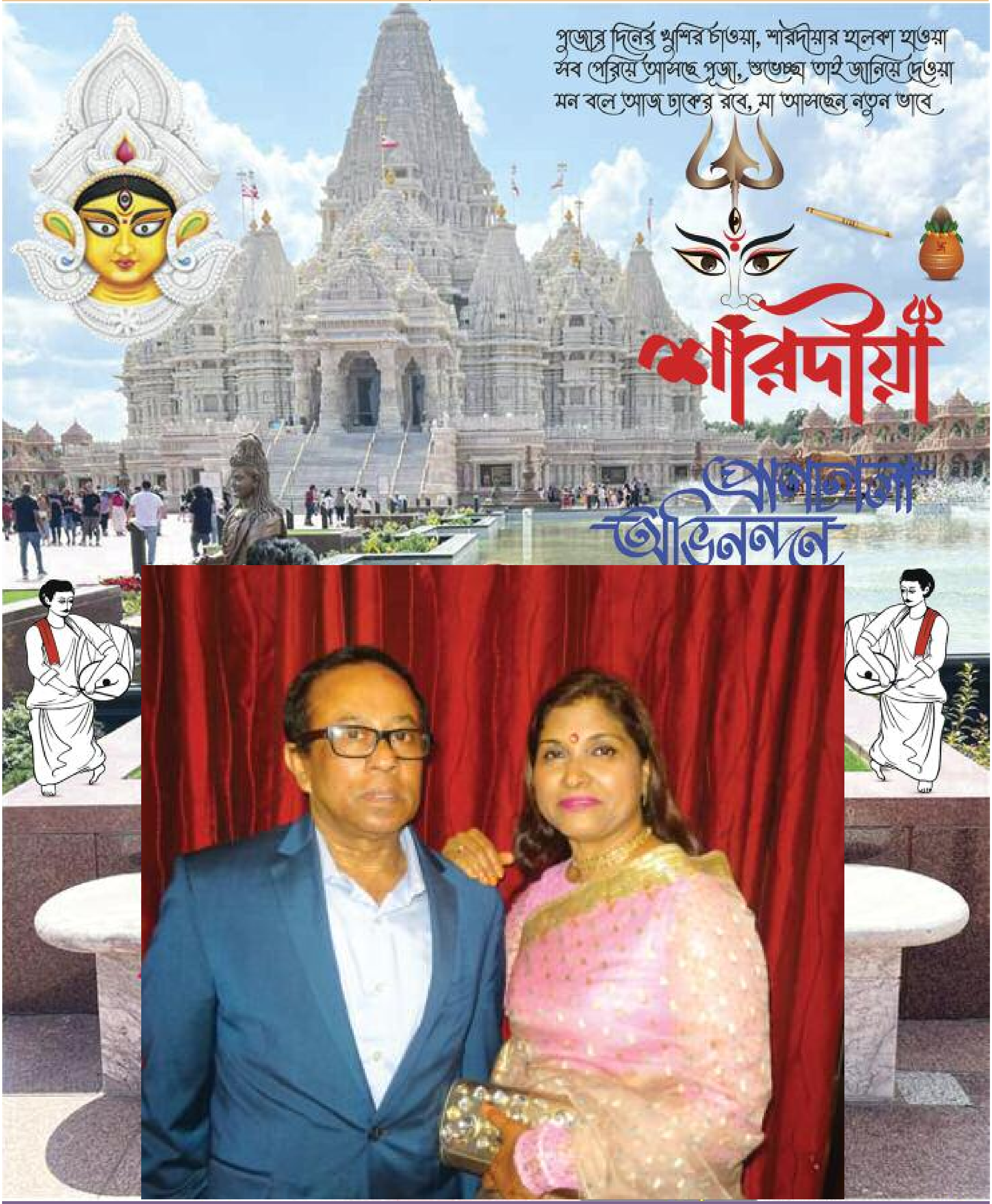

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী দীপক রায় ও শ্রীমতি সীমা রায় ; নিউইর্য়ক।।

বৈষম্য কমেছে কতটুকু?

লীনা দিলরুবা শারমিনঃ আজকাল অধিকাংশ চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে ‘ওমেন আর এনকারেজড টু অ্যাপ্লাই’ লেখা একটি সুন্দর অভ্যাস হয়ে উঠেছে। এ কথার পেছনে আধুনিক চিন্তার প্রকাশ ও নারীর অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে, কিন্তু তাতে কতটুকু সামগ্রিক চিন্তা প্রতিফলিত হয়, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। আপনি যদি ছয় মাসের গর্ভবতী নারীকে চাকরি পরীক্ষা দিতে দেখেন এবং একমাত্র তার মেধা বা যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচার করে তাকে মূল্যায়ন করতে পারেন, শুধু সে ক্ষেত্রেই সাম্য চর্চা করা হবে।

নারীর প্রতি একটি বড় ধরনের বৈষম্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ও আইনি অধিকারের বৈষম্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী পৈতৃক সম্পত্তির অংশ কাগজে-কলমে তো দূরে থাক, স্বাভাবিক ভোগদখলেও পান না। বাবা, স্বামী, সন্তান নানা স্তরে তিনি অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন এবং বলাইবাহুল্য, তার এক জীবনে নিজের সহজ প্রয়োজন ও শখের জন্যও অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকাকে নিয়তি বলে মেনে নেন। অথচ, তার বাবার সম্পদ ও স্বামীর সম্পদে তার যে অধিকার আছে, সেটি তাকে না বুঝিয়ে দেওয়া হয়, না বুঝে নেওয়ার মতো আইনি অভিজ্ঞতা, না সেই জ্ঞান বা সাহস থাকে। আমার যে অঞ্চলে বাড়ি, সেখানে মেয়েরা বাবার সম্পত্তি নিলে সেটিকে খুব নিচু স্তরের কাজ হিসাবে দেখা হয়।

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে-এ অঞ্চলে মেয়েরা যদি জানেও বাবার সম্পত্তি সম্পর্কে, স্বামীর সম্পত্তি সম্পর্কে তাদের একেবারেই ধারণা থাকে না। তাই, এ স্বামীর মৃত্যুতে মালিকানা বদলের কথা শোনা ছাড়া কিছুই আর পরিবর্তিত হয় না। সম্পদ ছেলেদের মধ্যে ভাগ হয়। না তার মধ্যে মায়ের অধিকার থাকে, না বোনের। স্ত্রীর কথা তো একই চক্রে বাদ। প্রতিদিনের দুমুঠো ভাত থেকে শুরু করে এই যে ক্রমাগত চলতে থাকা বৈষম্য তাতে আমাদের দেশ, উপমহাদেশ এমনকি বিশ্বজুড়ে মেনে এবং মানিয়ে নিতে নিতে এক সময় নারীরা এটাকেই বাস্তবতা এবং জীবনের নিয়ম বলে মেনে নেন। খেয়াল করে দেখবেন, যে বাচ্চা মেয়েটি তাকে তার ভাইদের থেকে ভিন্নভাবে দেখা নিয়ে প্রশ্ন করে, এক সময় সে নিজেও এ ঘটনাকে মেনে নেয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে একই চর্চা করে এবং সেটিকে সঠিক মনে করেই করে।

বাংলাদেশের নানা স্তরে নারীর প্রতি বৈষম্য এমনভাবে মিশে আছে যে নারী নিজেও তার এ বৈষম্য সম্পর্কে জানেন না। পরিবারে মায়ের অসুখ আর বাবার অসুখের চিত্র ভিন্ন। ভাইয়ের শিক্ষা আর বোনের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। রাজনৈতিক, জাতীয়তা, যৌনতা, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, বিয়ে, পারিবারিক জীবন, সব ক্ষেত্রেই বৈষম্য বিরাজমান। দুঃখ হচ্ছে, একশ্রেণি তাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া বৈষম্য সম্পর্কে অজ্ঞাত, একশ্রেণি বৈষম্য সম্পর্কে জেনে কোণঠাসা, আবার একশ্রেণি বৈষম্য চর্চারত।

হাজার বছর ধরে চলতে থাকা এ বৈষম্য বিলোপের লক্ষ্যে জাতিসংঘ নানা সময় নানা উদ্যোগ নিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ১৯৭৫ সালকে ‘বিশ্ব নারী বর্ষ’ হিসাবে ঘোষণা করা এবং ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ-বিষয়ক সনদ (সিডও) বা গ্রহণ করা? শুধু নারীর অধিকারসংক্রান্ত এটিই এখন পর্যন্ত একমাত্র সনদ। ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে সনদটি কার্যকর হতে শুরু করে। আর ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ এ সনদে স্বাক্ষর করে? ইউএনডিপি প্রকাশিত নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন অনুসারে এ পর্যন্ত মোট ১৬১টি দেশ এ চুক্তিপত্র বা সনদে স্বাক্ষর করেছে।

মোট ৩০টি ধারার এ সনদের প্রথম ১৬টিতে বৈষম্য চিহ্নিত করা এবং বাকি ১৪টিতে তা লোপ করার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে, এসো নির্মল নীল পথে
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল বনগিরি পর্বতে।

সবাইকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা

Sitangshu Bikash Guhu
Alpona Guhu & Family
Human Rights Activist
Writer, New York

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

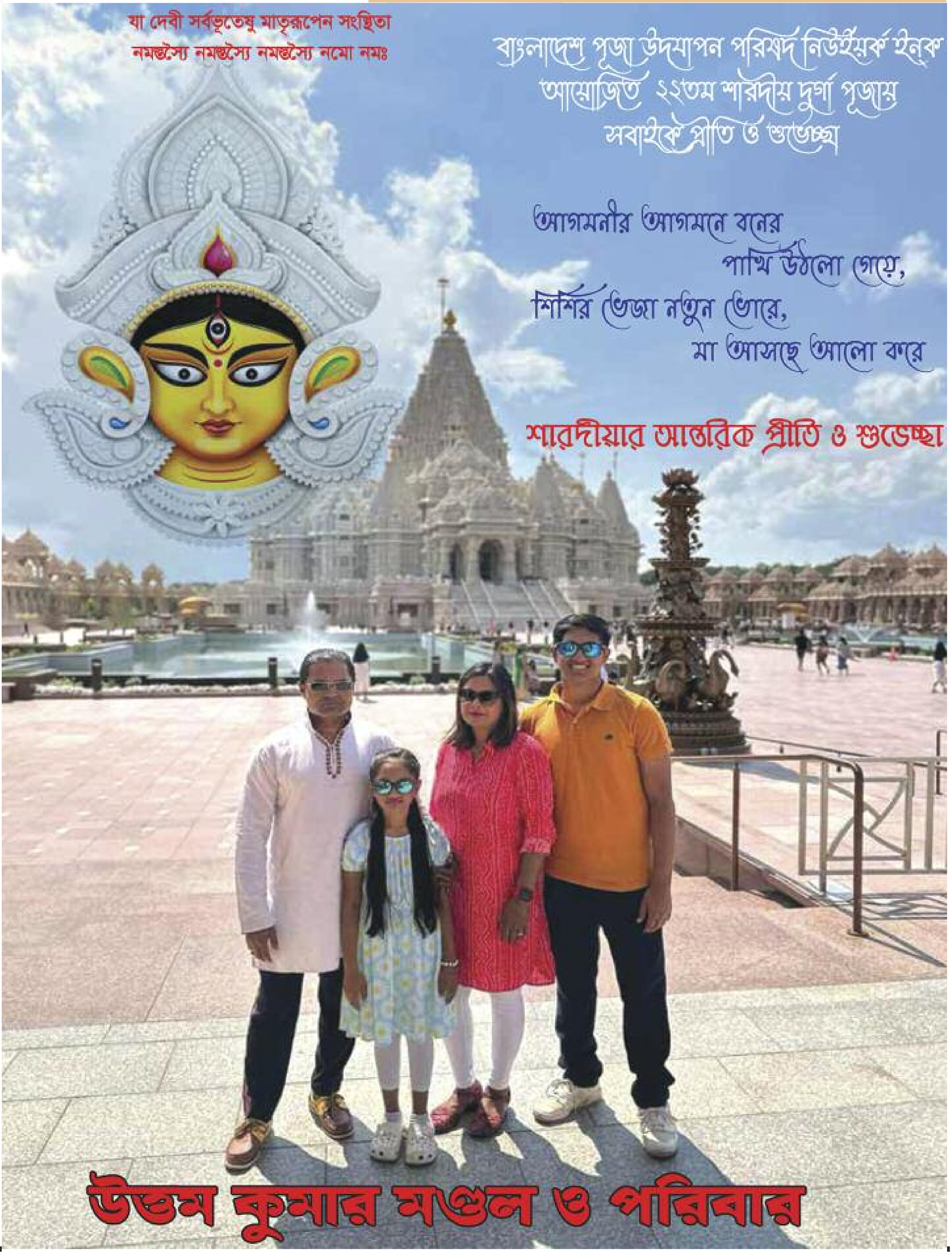

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না

নবরাত্রিতে উপোস ভাঙবেন? এয়ার ফ্রায়ারে বানিয়ে ফেলুন মুখরোচক ৩ পদ

পুজো-পার্বণের সময় যেমন জমিয়ে খাওয়া-দাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে, তেমনই এই সময় ব্রত, উপোসও থাকে অনেকের। অবাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবীপক্ষ শুরুর পরের দিন থেকে শারদ নবরাত্রি পালনের রীতি। উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা ব্রত পালনের নিয়ম। সারা দিন উপোস করে কী খাবেন, এ নিয়ে চিন্তার শেষ নেই। সারা দিনের পর তেলে ভাজা কিছু খেলে শরীর খারাপ করতেই পারে। তবে সব সময় তেলঝালহীন খাবারে জিভ তুষ্ট হবে তা-ও নয়। নবরাত্রিতে খাওয়ার জন্য বরং এয়ার ফ্রায়ারে স্বল্প তেলে বানিয়ে নিতে পারেন ৩ পদ।

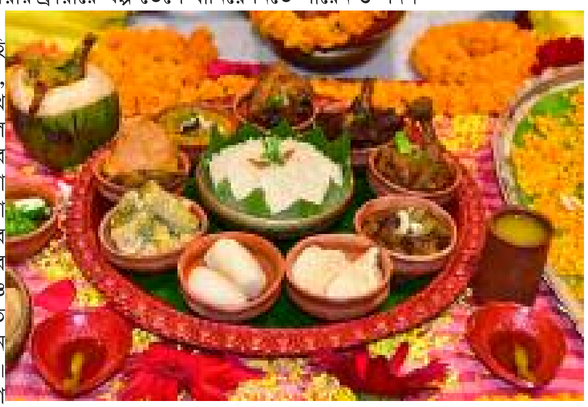

কুমড়োর বড়া

কুমড়ো ও আলু মিহি করে কুচিয়ে নুন, হলুদ দিয়ে মেখে নিন। অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাবে। তার পর উপোসে যে আটা খাওয়া যায়, তা মিশিয়ে নিতে হবে এতে। চাইলে এর সঙ্গে লঙ্কাকুচিও মিশিয়ে নিতে পারেন। দিতে পারেন পছন্দমতো মশলাও। সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে ব্রাশের সাহায্যে তেল মাখিয়ে নিন। তার পর এয়ার ফ্রায়ারে বেশ কিছু ক্ষণ উল্টে-পাল্টে সেঁকে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুচমুচে কুমড়োর বড়া।

সাবুর বড়া

দিনভর উপোসের পর সাবু খাওয়ার রেওয়াজ আছে। সাবুর বড়া সাধারণত ছাঁকা তেলে ভাজা হয়। তবে সারা দিন পরে এতটা তেলে ভাজা খাবার খেলে শরীর খারাপ করতে পারে। বদলে সাবুদানার বড়া এয়ারফ্রায়ারেই করে নিন।

সাবু গরম জলে অন্তত ঘণ্টা চারেক ভিজিয়ে নিন। নরম হয়ে যাওয়া সাবুর সঙ্গে সেদ্ধ করে রাখা আলু, কিছুটা চিনেবাদাম ভাজার গুঁড়ো, নুন, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে নিন। সমস্ত কিছু ভাল ভাবে মিশিয়ে গোল গোল বড়ার আকার দিন। দু'পিঠে তেল ব্রাশ করে এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে মিনিট দশেক এক এক পিঠ সেঁকে নিলেই, তৈরি হয়ে যাবে সাবুর বড়া।

পনির রোল

এটা ঠিক পরোটার মধ্যে পনির ভরে দেওয়া নয়। পনিরের মধ্যে পুর ভরে দিতে পারেন। পনির মিহি করে নিতে হবে। তাতে দিয়ে দিন স্বাদ মতো নুন, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে, ধনেপাতা কুচি, আদা কুচি। সমস্ত উপকরণ হাত দিয়ে মেখে মসৃণ করে নিন। গোল বলের মতো করে তার মধ্যে বাদাম এবং কাজু ভরে দিন। এ বার পনিরটি হাতে করে ঘুরিয়ে লম্বাটে আকার দিয়ে দিন। উপর থেকে তেল ব্রাশ করে এয়ার ফ্রায়ারে উল্টে পাল্টে মিনিট ১৫-২০ সেঁকে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে পনিরের নতুন পদ।

সুস্বাদু প্রাতরাশ খেয়েই পুজোর আগে ঝরিয়ে ফেলুন পেট

সুস্বাদু প্রাতরাশ খেয়েই পুজোর আগে ঝরিয়ে ফেলুন পেট-কোমরের মেদ, সহজেই বানান ওট্সের প্যানকেক ওট্সের খিচুড়ি বা দুধ-ওট্স খেয়ে যদি অরুচি হয়, তা হলে ওট্স দিয়েই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু প্রাতরাশ– ওট্সের প্যানকেক। পুষ্টিকরও হবে, ওজনও ঝরবে তাড়াতাড়ি।

পুজোর আগে ক'টা দিনে একটু স্বাস্থ্যকর কিছু খেয়ে ওজন ঝরানোর চেষ্টা করছেন অনেকেই। লুচি-আলুর দমের বদলে পাতে উঠেছে ওট্স, ডালিয়া, কিনোয়া। ওট্সের খিচুড়ি বা দুধ-ওট্স খেয়ে যদি অরুচি হয়, তা হলে ওট্স দিয়েই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু প্রাতরাশ– ওট্সের প্যানকেক। পুষ্টিকরও হবে, ওজনও ঝরবে তাড়াতাড়ি। বাড়ির খুদে সদস্যটিকেও খাওয়াতে পারেন এই স্বাস্থ্যকর প্রাতরাশ। চাইলে টিফিনেও দিয়ে দিতে পারেন।

ওট্সের প্যানকেক বানাবেন কী ভাবে?

উপকরণ

কলা: ২টো
ডিম: ২টো
ওটস: আধ কাপ
বেকিং পাউডার: আধ চা চামচ
নুন: ১ চিমটি
ভ্যানিলা এসেন্স
মধু: পরিবেশনের জন্য
পছন্দের ফল: পরিবেশনের জন্য

প্রণালী

কলা ছাড়িয়ে চটকে নিন। দু'টি ডিম কলার সঙ্গে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এ বার ডিম-কলার মিশ্রণের সঙ্গে ওট্স, বেকিং পাউডার, নুন ও ভ্যানিলা এসেন্স একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ১০-২০ মিনিট রেখে দিন যাতে কিছুটা ঘন হয়ে ওঠে। ননস্টিক প্যান গরম করুন। গোল হাতা বা বাটিতে করে মিশ্রণ তুলে প্যানে দিন। এক পিঠ বাদামি হয়ে এলে উল্টে অন্য পিঠ বাদামি করে সেঁকে নিন। নামিয়ে নিয়ে উপরে মধু ও পছন্দের ফল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। স্ট্রবেরি, কালো আঙুর বা আপেল কুচিয়ে দিতে পারেন। ইচ্ছে হলে কলা গোল গোল করে কেটেও দিতে পারেন। খেজুর বা কাঠবাদামের মতো ড্রাই ফ্রুটস কুচিয়ে দিলেও ভাল লাগবে খেতে।

টম্যাটো সস্ বানাবেন কী ভাবে?

সস্ বেশি দিন টাটকা রাখতে ও স্বাদ বাড়াতে এমন কিছু রাসায়নিক মেশানো হয়, যা শরীরের জন্য বিষ। তাই দোকানের ভরসায় না থেকে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু টম্যাটো সস্।

চপ-পেঁয়াজি-শিঙাড়ার সঙ্গে টম্যাটো সস্ না হলে কি আর জমে! ম্যাগি হোক বা তেলেভাজা, টম্যাটো কেচআপ না হলে স্বাদ যেন ঠিক খোলে না। বাড়ির খুদে সদস্যটি এমন সাদামাটা খাবার খেতে চায় না। তাই বাজার থেকে হরেক রকম সস্ কিনে আনছেন। বিশেষ করে টম্যাটো সস্। কিন্তু জানেন কি, বাজারচলতি সসে্ বিভিন্ন রকম রাসায়নিক থাকে? সস্ বেশি দিন টাটকা রাখতে ও স্বাদ বাড়াতে এমন কিছু রাসায়নিক মেশানো হয়, যা শরীরের জন্য বিষ। তাই দোকানের ভরসায় না থেকে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু টম্যাটো সস্। খরচও বাঁচবে, স্বাস্থ্যকরও হবে। পুজোর সন্ধেয় ঘরে বানানো সসে্ ভাজাভুজি ডুবিয়েই জমে উঠবে আড্ডা।

টম্যাটো সস্ বানাবেন কী ভাবে?

উপকরণ

টম্যাটো ১ কিলোগ্রাম
রসুন ২ চা চামচ
চিনি ও নুন ২ চা চামচ করে
গরম মশলা ১ চা চামচ
কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা চামচ
ভিনিগার ২ চা চামচ
জল ২ কাপ

প্রণালী

টম্যাটো ভাল করে ধুয়ে জলে সিদ্ধ করে নিন। তাতে এক চামচ রসুন বাটা মেশান। ভাল করে ফুটে থকথকে মিশ্রণ তৈরি হলে গ্যাস বন্ধ করে ঠান্ডা হতে দিন। এ বার মিক্সারে ওই মিশ্রণটি ভাল করে মিশিয়ে নিন। মিহি পেস্ট তৈরি হবে। এ বার মিশ্রণটি ছেঁকে নিতে হবে। টম্যাটোর খোসা যেন না মিশে থাকে। এ বার মিশ্রণটি সসপ্যানে ঢেলে ফুটতে দিতে হবে। তার সঙ্গে মেশাতে হবে নুন, চিনি, গরম মশলা ও লঙ্কার গুঁড়ো। কম আঁচে ধীরে ধীরে মশলাগুলি টম্যাটোর সঙ্গে মিশতে দিন। এর পর তাতে মেশান ভিনিগার। সসে নুন আর চিনির ভারসাম্য বজায় রাখবে ভিনিগার। এই মিশ্রণটি একটি কাচের বোতলে ঢেলে ফ্রিজে রেখে দিন। কোনও রকম রাসায়নিক ছাড়াই ঘরোয়া উপকরণে তৈরি এই টম্যাটো সস্ বাড়ির খুদে সদস্যেরাও চেটেপুটে খেতে পারবে।

আমিষে আপত্তি, প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে দিন শুরু করতে পারেন এই ৩ টোস্ট দিয়ে

সকালের খাবারে স্বাদ বদলে খেতে পারেন রকমারি টোস্ট। ডিম বাদ দিয়ে প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে কোন ৩ পদ বেছে নেবেন? প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ হবে, খেতেও স্বাদু হবে। কোন ধরনের টোস্ট তালিকায় রাখবেন? দিনভর দৌড়ঝাঁপ সামাল দেওয়া যায়, যদি সকালটা সঠিক ভাবে শুরু হয়। শরীর ভাল রাখতে ঘুম থেকে উঠে শরীরচর্চা করতে বলেন চিকিৎসকেরা। একই সঙ্গে জোর দেওয়া হয় সকালের খাবারে। কারণ, দিনভর কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সেখান থেকেই আসে। তবে খাওয়া মানে শুধু পেট ভরানো নয়, বরং পুষ্টিবিদেরা বলেন, সেই খাবার কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের সামঞ্জস্য থাকা দরকার।

কোষ গঠন থেকে শরীর সুস্থ রাখা, পেশি গঠনে প্রোটিন প্রয়োজন। প্রোটিনের অন্যতম উৎস হল মাছ, মাংস, ডিম। সকালে টোস্টের সঙ্গে ডিম খেলে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়। কিন্তু যাঁরা মাছ, মাংস, ডিম খান না, তাঁরা কী খাবেন?

মাশরুম টোস্ট

মাশরুম খেতে কিছুটা মাংসের মতোই। এতে থাকে প্রোটিন, ফাইবার। মাশরুমে বিটা গুকান নামক এক ধরনের দ্রবণীয় ফাইবার পাওয়া যায়, যা কোলেস্টেরলের সমস্যা দূর করে। সকালের খাবারে রাখতে পারেন মাশরুম টোস্ট। মাশরুম ধুয়ে পাতলা করে কেটে নিতে হবে। কড়াইয়ে সাদা তেল বা মাখন দিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি দিয়ে মাশরুম ভেজে নিন। ছড়িয়ে দিন স্বাদ মতো নুন ও গোলমরিচ। একদম শেষ ধাপে এতে কিছুটা চিজ অথবা ক্রিম মিশিয়ে নিতে পারেন। পাউরুটি সেঁকে তার উপর রান্না করা মাশরুম দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে মাশরুম টোস্ট।

পনির টিক্কা টোস্ট

পনির টিক্কা তৈরি করে তা দিয়েও টোস্ট বানাতে পারেন। পনির থেকেও প্রোটিন পাওয়া যায়। একটি পাত্রে জল ঝরানো টক দই, হলুদ, কাশ্মীরি লাল লঙ্কাগুঁড়ো, স্বাদ মতো নুন, কসৌরি মেথি, তেল দিয়ে ভাল করে মাখিয়ে নিন। তাতে টুকরো করে কাটা পনির মিশিয়ে কিছু ক্ষণ রেখে দিন। এ বার কড়াইয়ে তেল দিয়ে প্রথমে পনিরের টুকরোগুলি টিক্কার মতো সেঁকে নিন। পাউরুটিতে পনিরের টুকরো, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম দিয়ে এবং উপর থেকে চিজ দিয়ে হালকা গরম কড়াইতে বসিয়ে আঁচ কমিয়ে, উপর থেকে ঢাকা দিয়ে দিন। ২ মিনিটে পাউরুটির উপরের চিজ গলে যাবে।

মুগডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। এতে রয়েছে ফাইবার, ভিটামিন বি৬, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম-সহ নানা রকম খনিজ। সকালের খাবারে তাই মুগডাল শরীরের জন্য অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। ভেজানো মুগডাল বেটে তার মধ্যে দিন স্বাদ মতো নুন, সামান্য হলুদ গুঁড়ো, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, গাজর কুচি। মিশ্রণটি ভাল করে মিশিয়ে পাউরুটিতে মাখিয়ে তেল দিয়ে সেঁকে নিলেই তৈরি মুগডালের টোস্ট।

পুজোয় বাড়িতেই হোক পেটপুজো! সয়া-মটনের দুই পদে জমে যাবে দুপুরের ভোজ

দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী এবং দশমীর দিন বহু বাড়িতেই নিরামিষ খাওয়ার চল রয়েছে। আবার অনেকেই পুজোর ক'দিন নিরামিষ খাবার দাঁতেও কাটেন না। পুজোর সময় বাড়িতে মনের মতো খাবারও হবে আর তা তৈরি করতে খুব বেশি সময় লাগবে না, এমন রেসিপির খোঁজ করছেন?

পুজোর ক'দিন আমিষ-নিরামিষ পদেই জমবে ভূরিভোজ।

দুর্গাপুজো মানেই সারা বছর ধরে জমিয়ে রাখা আবেগ, উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ। কাজকর্ম সামলে ক'দিনের আনন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়া। বাঙালির উৎসবের আনন্দের সঙ্গে ভূরিভোজ অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। পুজোর ক'দিন ভালমন্দ খেতেই হবে। রাতের বেলা বাইরে খাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে দিনের বেলায় বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া সারতে পছন্দ করেন কেউ কেউ। দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী থেকে দশমীর দিন বহু বাড়িতেই নিরামিষ খাওয়ার চল রয়েছে। আবার অনেকেই পুজোর ক'দিন নিরামিষ খাবার দাঁতেও কাটেন না। পুজোর সময় বাড়িতে মনের মতো খাবারও হবে আর তা তৈরি করতে খুব বেশি সময় লাগবে না, এমন রেসিপির খোঁজ করছেন? রইল সহজেই বানিয়ে ফেলতে পারেন, এমন একটি আমিষ ও একটি নিরামিষ পদের রেসিপি।

সয়া মুইঠ্যা উপকরণ:২৫০ গ্রাম সয়াবিন২ টেবিল চামচ আদা-কাঁচালঙ্কা বাটা২ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো২ টেবিল চামচ জিরে গুঁড়ো১ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো১ চা চামচ গরমমশলা গুঁড়ো স্বাদমতো নুন ও চিনি২ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি২ টেবিল চামচ বেসনপরিমাণ মতো তেল ৪টি কাঁচালঙ্কা২ টেবিল চামচ আদা কুচি৮-১০টি কাজুবাদাম২ টেবিল চামচ দই৫-৬ টুকরো ভাজা আলু (ডুমো করে কাটা)

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

নমঃ। ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যা-স্থানেভ্য এব চঃ॥

রোদ বৃষ্টি মাখামাখি, কাশবনকে দুলতে দেখি
নতুন ভোরের আলোর সাথে, নতুন সাজে উঠবে মেতে
বিদ্যাদেবীর আগমনের সুরে, সরস্বতী পূজোর আমেজ ঘরে ঘরে।

ধর্ম বর্নের সম্প্রীতিতে পৃথিবী হোক সবার জন্যে।
ভজন সরকার পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই সরস্বতী পূজার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শ্রী ভজন সরকার ও তার পরিবার

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

শারদীয় শুভেচ্ছা [redacted]

যা দেবী সর্বভূতেষু
বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু
শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

শুভেচ্ছান্তে,

প্রিয়তোষ, বীণাপানি, প্রিয়াতা, নিকিতা দে

দুর্গে দুর্গে দুর্গতিনাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে। ওঁ শান্তি!!

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

জয় হরিচাঁদ জয় হরিবোল জয় গুরুচাঁদ

শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গোৎসব ২০২৪ইং

তারিখঃ অক্টোবর ৮ থেকে অক্টোবর ১২, ২০২৪ইং মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার।

মহালয়াঃ ২রা অক্টোবর
বুধবার, ২০২৪ইং ভোর ৩.৩০ মিনিট।

:পূজা মণ্ডপ:
শ্রী শ্রী হরি মন্দির
৯৭-১৯ ১২৭ স্ট্রীট, সাউথ রিচমণ্ড হিল, নিউইয়র্ক ১১৪১৯।

দেবীর আগমন দোলায় এবং
গমন ঘোটকে।

সুধী,
নমস্কার। প্রতিবারের ন্যায় এবারও হরিচাঁদ গুরুচাঁদ আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশন ইনক আগামী ৮ই অক্টোবর থেকে ১২ই অক্টোবর, ২০২৪ ইং (মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার) শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গোৎসব ২০২৪ ইং উদযাপন করতে যাচ্ছে। এ মহতী অনুষ্ঠানে আপনার সপরিবারে সবান্ধব অংশগ্রহণ কামনা করছি।

বিনীত নিবেদক
ডাঃ শ্রীমতী নির্মলা গোলদার সরকার ফোনঃ ৯১৭-৬৯৭-৩০৪৭
শ্রীমতী শিখা রানী ঠাকুর ফোনঃ ৯১৭-৯০২-৭০৪৫
শ্রীমতী সুরভী বৈদ্য ফোনঃ ৩৪৭-৫২৩-২৫৫৭
শ্রীমতী কৃষ্ণা রায় ফোনঃ ৭১৮-৯০২-৮০০৭
শ্রীমতী শিবানী হীরা ফোনঃ ৬৪৬-৪০৬-৮০৬৪
শ্রীমতী দীপা দাস তিন্নি ফোনঃ ৬৪৬-৫০৫-৭৯৬৮
শ্রী রবিন মণ্ডল ফোনঃ ৯২৯-৭২৮-৬১৪০
শ্রী অনিমেষ বালা ফোনঃ ৩৪৭-৩০২-১২৯৬

দায়িত্ব প্রাপ্ত সেবিকা এবং সেবকগণ
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশন ইনক

অনুষ্ঠান সূচীঃ
- ৭ই অক্টোবর সোমবারঃ শ্রী পঞ্চমী। বিল্ব নিমন্ত্রণ।
- ৮ই অক্টোবর মঙ্গলবারঃ মহা ষষ্ঠী বিহিত পূজা, কল্পারম্ভ, অকাল বোধন এবং অধিবাস।
- ৯ই অক্টোবর বুধবারঃ মহা সপ্তমী বিহিত পূজা, দেবীর নব পত্রিকা পূজা এবং কলাবউ পূজা।
- ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ মহা অষ্টমী বিহিত পূজা। দুর্গা অষ্টমী, সন্ধিপূজা এবং কুমারী পূজা।
- ১১ই অক্টোবর শুক্রবারঃ মহা নবমী বিহিত পূজা, বলিদান, এবং নবমী যজ্ঞ।
- ১২ই অক্টোবর শনিবারঃ দশমী বিহিত পূজা। দুর্গা বিসর্জন। বিজয়া দশমী এবং সিঁদুর দান উৎসব

প্রতিদিন
পূজাঃ সকাল ৯.০০ ঘটিকা।
অঞ্জলীঃ দুপুর ১২.০০ ঘটিকা।
আরতি সন্ধ্যাঃ ৭.০০ ঘটিকা।

মহা ষষ্ঠীঃ ৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার
মায়ের আগমনী সঙ্গীতঃ শ্রীমতী ইতি রানী মণ্ড, শ্রী সুনীল, কুমার বিশ্বাস, শ্রী রণজিৎ দাস, নীহার সরকার এবং সুশীল সিনহা।

মহা সপ্তমীঃ ৯ই অক্টোবর বুধবার।
১। মহিষাসুর মর্দিনী
২। বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানঃ রবীন্দ্র একাডেমী, নিউ ইয়র্ক।

১২ই অক্টোবর শনিবার
বিজয় দশমীঃ সিঁদুর দান উৎসব।

মহা অষ্টমীঃ ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ
১। বিশেষ নাটিকাঃ রাজ লক্ষ্মী সীতা
২। শ্রী শান্তনু ভৌমিকের সঙ্গীত পরিবেশনা।

মহা নবমীঃ ১১ই অক্টোবর শুক্রবারঃ
১। ভারতীয় শিল্পী শ্রীমতী মালঞ্চ চক্রবর্তীর সঙ্গীত পরিবেশনা।
২। হরি মন্দির এবং অন্যান্য শিল্পিদের পরিবেশনা

মহা প্রসাদ পরিবেশন করা হবে।

পুরোহিতঃ
শ্রী অসীম চক্রবর্তী।

হরিচাঁদ গুরুচাঁদ আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশন ইনক।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

শারদীয় শুভেচ্ছা [redacted]

শুভেচ্ছান্তে, সমর রায়, শুক্লা রায় ও স্টেচী রায়,

মা দেবী দূর্গা সবার মঙ্গল করুক, সবাই সুখী হোক — ওঁ শান্তি !!

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

ঢাকের বাদ্যি, কাশের ফুল হিমেল হাওয়া, শিউলী ফুল
ধূপের গন্ধ, ডাকের সাজ পুজো কাটুক জমজমাট।

সবাইকে জানাই
শারদীয়া
অভিনন্দন

লিটন, জবা
ও
লিজা রায় চৌধুরী

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

ঘরের বাহিরে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং একান্ত প্রয়োজন
না হলে বাহিরে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন!!

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা

শারদীয়ার শুভেচ্ছা

Kali Pradip Chaudhuri
President
The KPC Group
Corona, California USA

www.jonmobhumi.com

ঢাকের কাঠি পড়লে সুরে, আনন্দে মাতে মন, আসছেন মা মহামায়া
জানিয়ে দিনক্ষন, আনন্দেতে কাটুক যত, আছে চাওয়া পাওয়া
আমি আজ জানাই তোমায়, শুভ শারদীয়া।

রাম সাহা(অপু), শ্রাবনী সাহা
ও পরিবার

কথা
গ্রীল ও কাবাব
KOTHA
Grill & Kabab

HALAL

জ্যাকসন হাইটস এর স্বনামধন্য
হালাল রেস্টুরেন্ট

সুস্বাদু দেশীয় খাবার সহ চাইনিজ ও কাবাবের
স্বাদ গ্রহনের জন্য আপনাদের স্বাগতম

Open
7 Days

72-27 37th Avenue
Jackson Heights,
NY 11372

TEL: 347 972-1965
347-813-4125

We Open 9am
to Midnight

আমরা সবধরনের অনুষ্ঠানের ক্যাটারিং করি

We Cater for all Occasion

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

শারদীয়া দুর্গোৎসবে সবাইর প্রতি রইল শুভেচ্ছা

naea

Member, National Association of Enrolled Agents

B.N. SAHA, EA

Birendra N. Saha

Enrolled Agent

PROVIDE SERVICE IN COMMUNITY IN THE AREAS OF

▶ Full Tax Service ▶ Tax, Accounting, Payroll

▶ Consulting for Individuals

▶ Business Owners and Free Tax Consulting

Enrolled to Represent Tax Payerers before the Internal Revenue Service

22-12 38th Street, Astoria, NY 11105

Tel: (718) 777-8357, Cell: (917) 777-5838

Email: bsaha95400@aol.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক নির্বাচন
নির্বাচন-২০২৪
২৭ অক্টোবরের নির্বাচনে
রুহুল-জাহিদ
পরিষদকে নির্বাচিত করুন
রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সভাপতি
জাহিদ মিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
সহ সাধারণ সম্পাদক পদে পদপ্রার্থী
সারওয়ার খান বাবু
আপনার সুচিন্তিত রায় দিয়ে জয় যুক্ত করুন
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
সাধারণ সম্পাদক, কুমিল্লা মহানগর সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, জ্যাকসন হাইটস স্পোর্টিং ক্লাব ইউএসএ
কার্যকরী সদস্য, সাউথ এশিয়ান আমেরিকান ভয়েস
কার্যকরী সদস্য, হিউম্যান রাইটস ইউএসএ ইনক
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএ
চাইল্ড স্পন্সর, দ্য অপটিমিষ্ট
বিশিষ্ট রিয়েলটর
বিশিষ্ট সমাজ সেবক
VOTE
B5
347-665-7540

শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৪

শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৪

সার্ব্বজনীন
দুর্গোৎসব
২০২৪
অক্টোবর ১২ শনিবার
অক্টোবর ১৩ রবিবার
অক্টোবর ১৪ সোমবার
স্থান
কুইন্স প্যালেস
37-11 57 ST.
WOODSIDE, NY 11377
অনুষ্ঠান সূচী
মহাষষ্ঠী ও মহাসপ্তমী
শনিবার, ১২ অক্টোবর, ২০২৪ ইং
পূজারম্ভ : সকাল ১০টা। পুষ্পাঞ্জলি : দুপুর ১টা - সন্ধ্যা ৭টা
মায়ের আরতী ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনায়: স্থানীয় ও অতিথী শিল্পীবৃন্দ
সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত
মহাঅষ্টমী
রবিবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৪ ইং
পূজারম্ভ : দুপুর ২টা। পুষ্পাঞ্জলি : পূজার পরে
মায়ের আরতী ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনায়: স্থানীয় ও অতিথী শিল্পীবৃন্দ
সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত
মহানবমী ও বিজয়া দশমী
সোমবার, ১৪ অক্টোবর, ২০২৪ ইং
পূজারম্ভ : সকাল ১০টা। পুষ্পাঞ্জলি : দুপুর ১টা - সন্ধ্যা ৭টা
মায়ের আরতী ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনায়: স্থানীয় ও অতিথী শিল্পীবৃন্দ
লাঠি নৃত্য ও সিদুর দান উৎসব
সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত
: প্রতিদিনের অনুষ্ঠান সূচী :
পূজারম্ভ: সকাল ১০টা। পুষ্পাঞ্জলি : দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।
শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দের ভোগ : প্রতিদিন দুপুর ১২:৩০ মি:
ভোগারতী পরিচালনায় : রাম দেবনাথ, নারায়ন রায়, নিত্যানন্দ কিশোর দাস,
চন্দন দাস, ভবতোষ মিত্র ও প্রমুখ।
মহাপ্রসাদ বিতরণ : দুপুর ২টা থেকে ৩টা এবং সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত
সন্ধ্যারতী : সন্ধ্যা ৫:৩০ মি: । হরিনাম সংকীর্তন সন্ধ্যা ৬টা।
মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: ৭টা থেকে মধ্যরাত
৩ দিন ব্যাপি মনোজ্ঞ
মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়
আমন্ত্রিত অতিথী শিল্পীদের মধ্যে
রয়েছেন বাংলাদেশ, ভারত
ও স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ
আপনারা সবাই সাদরে আমন্ত্রিত
ডাঃ অশোক সাহা চেয়ারম্যান
গোপাল সাহা প্রধান উপদেষ্টা
আর. পি. দত্ত স্বপন সভাপতি
রঞ্জিত দেব আহ্বায়ক
ভবতোষ মিত্র যুগ্ম আহ্বায়ক
সুমিতা বিশ্বাস প্রধান সমন্বয়কার
রূপক নন্দী সাধারণ সম্পাদক
অসীম চন্দ্র দাস সদস্য সচিব
সার্বিক তত্ত্বাবধানে
হিন্দু মিলন মেলা নিউইয়র্ক, ইনক
যোগাযোগে: শ্রী রামদাস ঘরামী 718-415-5670 (সার্বিক তত্ত্বাবধানে)
Zelle
hindumilonmelany17@gmail.com

শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৪

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমাদের এজেন্সীতে কি কি করতে পারবেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

অফিস সময়সূচি :
সোমবার থেকে শনিবার
সকাল ৯টা - বিকাল ৫টা

For details information please contact at 718-647-5555, 646-591-6782

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

REGO PARK :
97-17 64th Road
Rego Park, NY 11374

JAMAICA :
148-37 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11435

JACKSON HEIGHTS :
37-26 74th St 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372

BRONX :
1514 Castle Hill Ave.
Bronx, NY 10462

BROOKLYN :
219 Church Ave.
Brooklyn, NY 11218

BUFFALO :
737 Delaware Ave., Suite 215
Buffalo, NY 14209

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
অন্তরের সঞ্চয় সমৃদ্ধ হোক, মঙ্গল হোক সবার
শারদোৎসবের দিনগুলি ভরে উঠুক আনন্দে
রসনা বিলাসে একটি অনন্য নাম
আমরা সব ধরনের অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি
RSR
রাঁধুনী
সুইট্স এন্ড রেস্টুরেন্ট
Radhuni Sweets & Restaurant
The Real Taste & Quality Catering
483 McDonald Avenue
Brooklyn, NY 11218
(718)-972-0072
follow us
goradhuni
1203 Liberty Avenue
Brooklyn, NY 11208
(718)-618-0471
www.goradhuni.com
Email: team@goradhuni.com
রাঁধুনী
Radhuni Sweets & Restaurant
ক্যাটারিং জগতে আমরাই প্রফেশনাল 'হট ক্যারিয়ার গাড়ী দ্বারা ডেলিভারী করা হয়'

বাংলাদেশ পূজা সমিতি অব নিউইয়র্ক, ইন্‌ক
Bangladesh Puja Samiti of New York, Inc.

CELEBRATING 35TH
DURGA PUJA 2024

PUJA PROGRAM

Saturday Oct 12, 2024
- **Shasthi Puja:** 8 AM - 10 AM
- **Saptami Puja:** 10AM - 12 PM
- **Ashtami Puja:** 12 PM - 2 PM

Sunday Oct 13, 2024
- **Maha Nabami Puja:** 10 AM - 12 PM
- **Bijaya Dashami Puja:** 12 PM - 2 PM
- **Sidur Dan, Dhamail Dance:** 3 PM - 4 PM

Anjali: 12 PM - 2 PM
Prasadam: 2 PM - 9:30 PM
Cultural Program: 6 PM -11.30 PM

শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা
নভেম্বর ২, ২০২৪
শনিবার
VENUE
GUJARATI SAMAJ HALL
173-15 Horace Harding Expy
Fresh Meadows, NY 11365

SINGER

Durga Puja Venue

GUJARATI SAMAJ HALL
173-15 Horace Harding Expy
Fresh Meadows, NY 11365
Saturday October 12th
Sunday October 13th

সুধী,
বাংলাদেশ পূজা সমিতি অব নিউইয়র্ক আয়োজিত ৩৫তম দুর্গাপূজা ও শারদ উৎসবে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ।
পূজা প্রাঙ্গণ উৎসব মুখরিত হয়ে উঠুক আপনাদের উপস্থিতিতে।

আমন্ত্রণে -

Ranojit Purkayastha (Biju)	Biplob K Paul
President	General Secretary
347-653-5163	646-461-0494

PLEASE SEND YOUR PUJA DONATION CONVENIENCE WAY

Zelle
bpsnewyork@yahoo.com

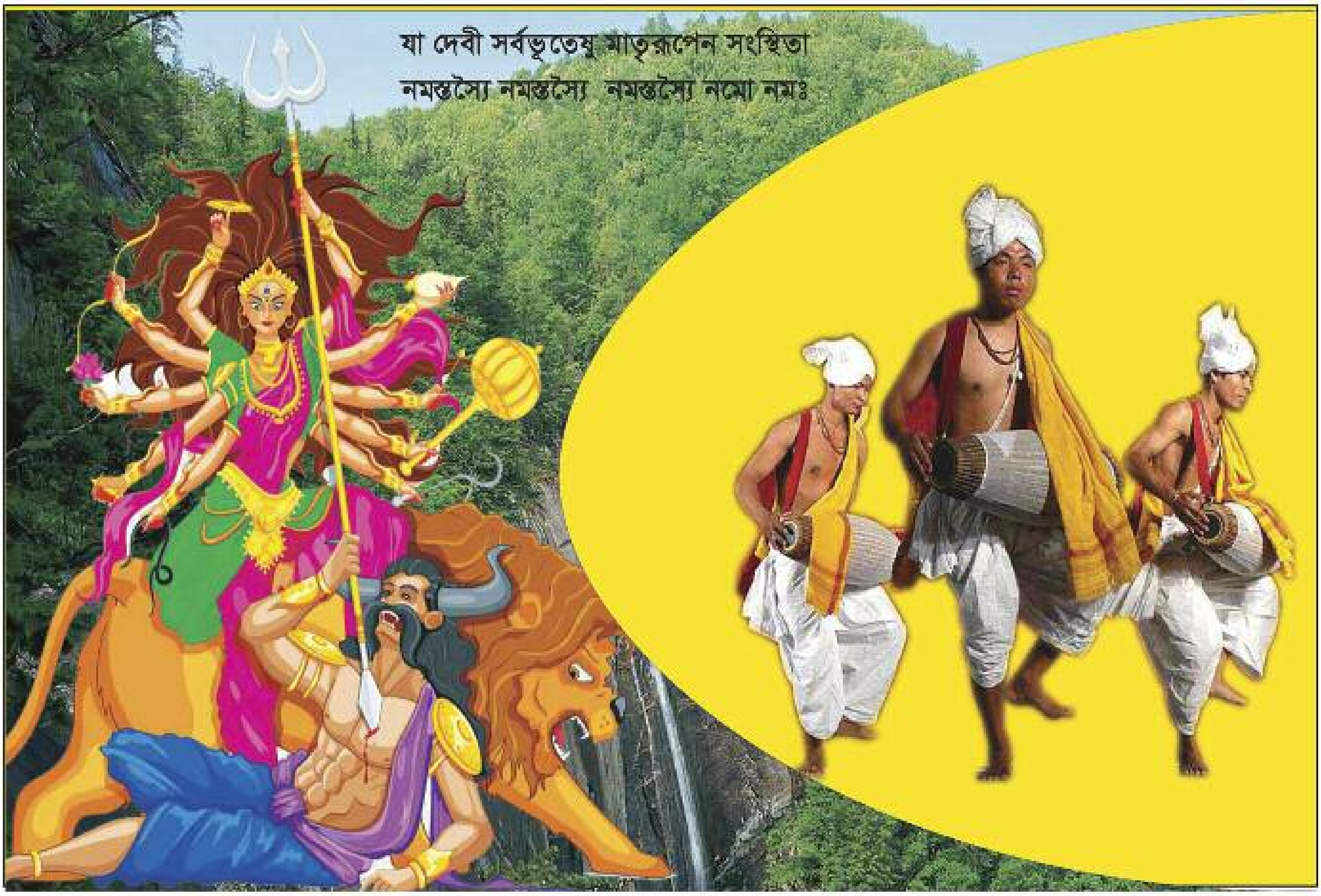

শরতের নীল আকাশে গনন পটুয়া করে সাদা মেঘের খেলা
মন হারিয়ে যায় দেশান্তরে, চড়ে যেন সেই সাদা মেঘের ভেলা।

দেশে-বিদেশে সকলকে জানাই পূজা অভিনন্দন।
শুভ বিঁজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই সকলকে।

Dr. Sarmir Sarker
Dr. Nirmala Golder Saker & Family
Long Island, New York

শারদীয়া অভিনন্দন
বাংলা স্কুলে ভর্তি চলছে
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
এষ্টোরিয়া, নিউ ইয়র্ক
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
সময়: সকাল ১০:০০ টা থেকে রাত ১০ টা
৭ দিনই খোলা
বিষয় সমূহ:
সঙ্গীত
বাংলা
অঙ্কন
আবৃত্তি
তবলা
হারমোনিয়াম
টিউটোরিয়াল:
কিন্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ গ্রেড
এখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সহ সব ধরনের গান শেখানো হয়।
Sabita Das
Founder & President
Radio, TV Vocal Artist
Music Teacher
স্কুলের ঠিকানা :
৩৫-১৮, ৩৩ ষ্ট্রিট, এষ্টোরিয়া, নিউ ইয়র্ক ১১১০৬
ফোন: (৩৪৭) ৪৫৫-৪৮৪৮
যোগাযোগ:
সবিতা দাস (এস্টোরিয়া) (৩৪৭) ৪৫৫-৪৮৪৮
চমেন আফরোজ (এস্টোরিয়া) (৯১৭) ৮০৫-৭০৪০
উইলী নন্দী (জে. হাইটস) (৩৪৭) ৯৮১-২৯৮২
সুলতানা নাসরীন (ইস্ট এলমহার্স্ট) (৩৪৭) ৯৮১-৫৬৩৬
কানিজ আয়েশা (জে. হাইটস) (৩৪৭) ৬৬৬-১১৯৬
সুলতানা আহমেদ (ব্রঙ্কস) (৩৪৭) ৬৫৩-৫০৯৫
জুই ইসলাম (ব্রঙ্কস) (৬৪৬) ৩০৯-৩৫৭৬
শারমিন (উডসাইড) (৯১৭) ৩৬১-২৮১০
সায়মা জামান (জ্যামাইকা) (৩৪৭) ৮৩৭-০৭৩৩
নিলুফার ইয়াসমিন (এস্টোরিয়া) (৩৪৭) ৮৮১-৭১৭৯
স্নিগ্ধা ইসলাম (এস্টোরিয়া) (৯১৪) ৬৭০-১৬৬৯

শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৪

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

NOTARY PUBLIC

OUR SERVICES

- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
  - Individual
  - Corporation
  - Partnership
  - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public

TAX FILING

Subal C Debnath

OPEN 7 DAYS A WEEK

37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক
Chittagong Association of North America Inc.
নির্বাচন ২০২৪, তারিখ: ২০ ই অক্টোবর, রবিবার
"সবার জন্য হউক নিরাপদ এবং গ্রহনযোগ্য চট্টগ্রাম সমিতি"
তাহের-আরিফ পরিষদকে A লাইনে ভোট দিন
A1
মোঃ আবু তাহের
সভাপতি পদপ্রার্থী
Mohammed Abu Taher
President
A5
মোঃ আরিফুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md Ariful Islam
General Secretary
A2 মোহাম্মদ আলী নুর, সিনিয়র সহ-সভাপতি, Mohammed Ali Noor, Sr. Vice President
A3 হাজী মোহাম্মদ টি আলম, সহ-সভাপতি, Hazi Mohammed T Alam, Vice President
A4 ফরিদ আহমেদ চৌধুরী (তারেক), সহ-সভাপতি, Farid A Chowdhury, Vice President
A6 মোঃ কলিম উল্যাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, Md Kalim Ullah, Joint General Secretary
A7 মোঃ নওশাদ কামাল, সহ-সাধারণ সম্পাদক, Md Nowshad Kamal, Assistant General Secretary
A8 মোঃ শফিকুল আলম, কোষাধ্যক্ষ, Md Shafiqul Alam, Treasurer
A9 মোহাম্মদ নুরুল আমিন, সহকারী-কোষাধ্যক্ষ, Mohammed N Amin, Assistant Treasurer
A10 মোঃ তানিম মহসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক, Md T Mohsin, Organizing Secretary
A11 অজয় প্রসাদ তালুকদার, দপ্তর সম্পাদক, Ajoy P Talukder, Office Secretary
A12 ইমরুল কায়সার, সহকারী দপ্তর সম্পাদক, Imrul Kaiser, Assistant Office Secretary
A13 মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, Mohammed A Chowdhury, Educational & Cultural Secretary
A14 মোহাম্মদ জাবের শফি, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, Mohammed Z Shafi, Publicity & Publication Secretary
A15 মোঃ আকতার হোছাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক, Mohammed A Hossain, Social Welfare Secretary
A16 মোহাম্মদ ইসা, ক্রীড়া সম্পাদক, Mohammed Icha, Sports Secretary
A17 মোহাম্মদ নাসির চৌধুরী, কার্যনির্বাহী সদস্য, Mohammed Nasir Chowdhury, Executive Member
A18 পল্লব রায়, কার্যনির্বাহী সদস্য, Pallab Roy, Executive Member
A19 মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন, কার্যনির্বাহী সদস্য, Mohammed Mohim Uddin, Executive Member
VOTE for TAHER-ARIF PANEL
A লাইনে
তাহের-আরিফ পরিষদকে
আপনার মূল্যবান ভোট দিন
আপনার ভোটার নাম্বার ও সকল তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
347-416-0632
516-784-9706
718-415-2528
347-283-4202
917-775-4178
646-932-4342
646-660-0287
347-839-9230
প্রচারেঃ তাহের-আরিফ পরিষদ, নির্বাচন পরিচালনা কমিটি।

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি,
পূজার সময় এলো কাছে

শারদীয়
অভিনন্দন গ্রহণ করুন

Tarak gayen
Sujata gayen

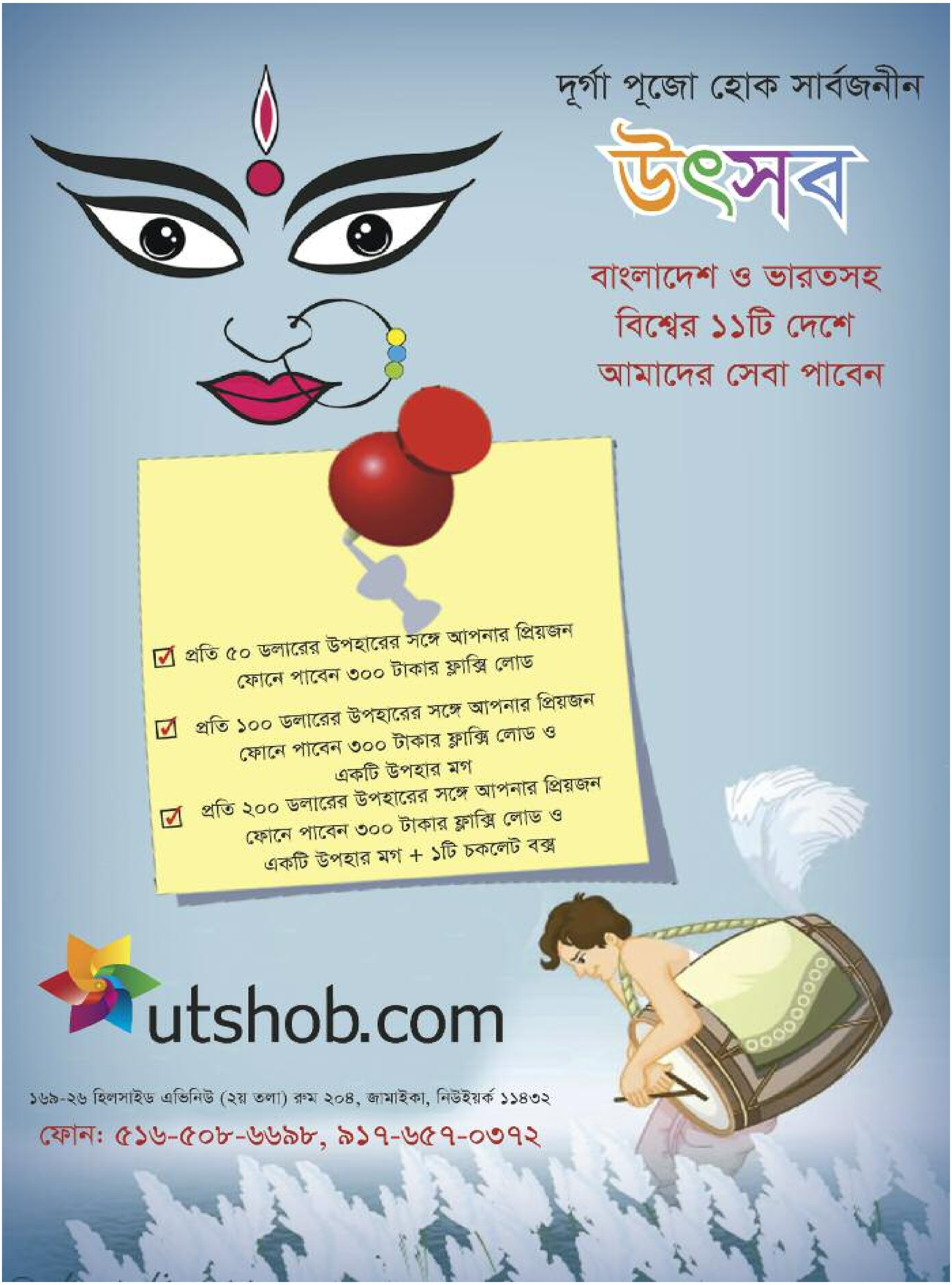
দূর্গা পূজো হোক সার্বজনীন
উৎসব
বাংলাদেশ ও ভারতসহ
বিশ্বের ১১টি দেশে
আমাদের সেবা পাবেন
প্রতি ৫০ ডলারের উপহারের সঙ্গে আপনার প্রিয়জন ফোনে পাবেন ৩০০ টাকার ফ্লাক্সি লোড
প্রতি ১০০ ডলারের উপহারের সঙ্গে আপনার প্রিয়জন ফোনে পাবেন ৩০০ টাকার ফ্লাক্সি লোড ও একটি উপহার মগ
প্রতি ২০০ ডলারের উপহারের সঙ্গে আপনার প্রিয়জন ফোনে পাবেন ৩০০ টাকার ফ্লাক্সি লোড ও একটি উপহার মগ + ১টি চকলেট বক্স
utshob.com
১৬৯-২৬ হিলসাইড এভিনিউ (২য় তলা) রুম ২০৪, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
ফোন: ৫১৬-৫০৮-৬৬৯৮, ৯১৭-৬৫৭-০৩৭২

বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৪
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024
প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট
২৭ অক্টোবর নির্বাচনে
"ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন"
রুহুল-জাহিদ
পরিষদ
B1
রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সভাপতি
RUHUL AMIN SIDDIKI
PRESIDENT
B4
জাহিদ মিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
JAHID MINTO
GENERAL SECRETARY
PLEASE VOTE FOR RUHUL-JAHID PANEL
B2
ফারুক চৌধুরী
সিনিয়র সহ সভাপতি
FARUK CHOUDHURY
SENIOR VICE PRESIDENT
B3
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
সহ সভাপতি
AMINUL ISLAM CHOWDHURY
VICE PRESIDENT
B5
সরোয়ার খান বাবু
সহ সাধারণ সম্পাদক
SARWOR KHAN BABU
ASST. GENERAL SECRETARY
B6
নওশেদ হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
NOASHED HOSSAIN
TREASURER
B7
মোঃ সাদী মিন্টু
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD. SAADI MINTU
ORGANIZING SECRETARY
B8
মনিকা রায় চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
MANIKA ROY CHOWDHURY
CULTURAL SECRETARY
B10
নাদির আহমেদ আইয়ুব
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
NADIR AHMED AYUB
SOCIAL WELFARE SECRETARY
B11
রোমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক
ROMANA AHMED
LITERATY SECRETARY
B12
আলমগীর হোসেন
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
ALAMGIR HOSSAIN
SPORTS & ENT. SECRETARY
B13
শাহনাজ হোসেন
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
SHAHANAZ HOSSAIN
SCHOOL & EDUCATION SECRETARY
B14
আবদুর রব মিয়া
কার্যকরী সদস্য
ABDUR RAB MIA
EXECUTIVE MEMBER
B15
মোঃ তাজু মিয়া
কার্যকরী সদস্য
MD. TAJU MIAH
EXECUTIVE MEMBER
B16
নজরুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
NAZRUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER
B17
রফিকুল ইসলাম ডালিম
কার্যকরী সদস্য
RAFIQUL ISLAM DALIM
EXECUTIVE MEMBER
B18
মোঃ সাইফুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
MD. SAIFUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER
রুহুল-জাহিদ পরিষদ আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
রুহুল-জাহিদ পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
RUHUL-JAHID PANEL
প্রচারেঃ রুহুল-জাহিদ পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৪

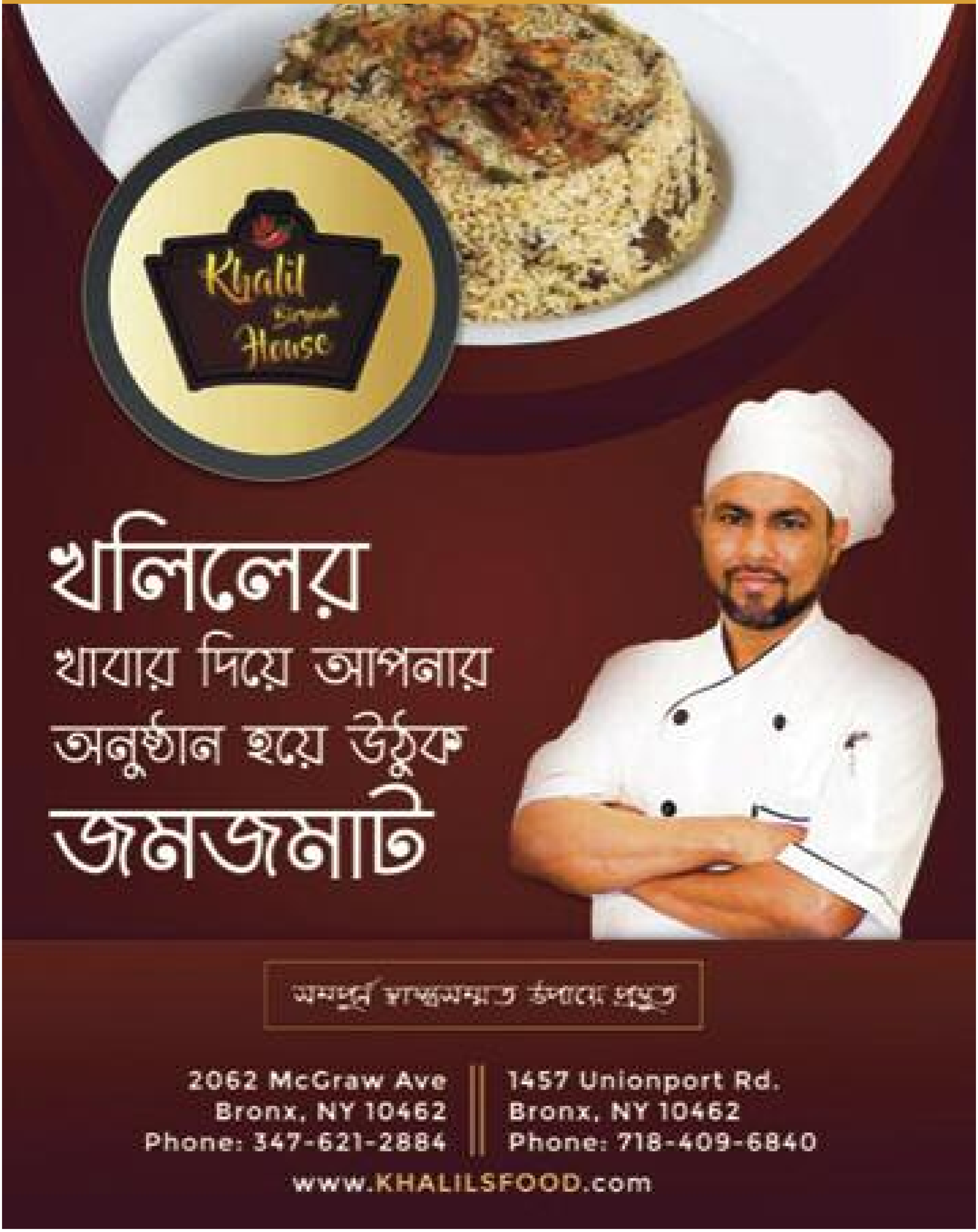

শারদীয় শুভেচ্ছা-২০২৪

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

শারদীয় উৎসবে আজ, মাতলো শহর গ্রাম
ছেলে বুড়ো সবার মুখে, দুর্গা দেবীর নাম

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ
নিউইয়র্ক, আয়োজিত শারদীয় দুর্গা পূজায় সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা

AJ ACCOUNTING SERVICES

Accounting, Taxes & Business Consultants

Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA

Certified Public Accountant

Chartered Accountant

Anjan K. Bhattacharjee

We Provide Broad Services in

- Computerized Book-Keeping & Accounting Services
- New Business Set Up- Corporation, LLC, P.C. Not for Profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership
- Individual Taxes
- Payroll, Sales & Local Taxes
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization
- Audit & Certified Financial Statement

We Also Provide Following Services:-

- Obtain Tax Identification Number (TIN), WIC License, Lotto
- Application, Food Processing License, Cigarette & Sales
- Tax Registration, Bear License and all other related License and Permits.
- We Fill out Immigration Forms like Citizenship, Affidavit of Support, etc.
- We can Help you file joint return even if your spouse is not living in the USA.

IRS APPROVED , E-FILE PROVIDER, NOTARY PUBLIC

AUTHORIZED IRS IRS e-file PROVIDER

38 Years Experienced Year Round Ser

150-16 Hillside, Ave. 1st Floor, Jamaica, NY-11432
Tel:- 718-658-8767, Cell:- 917-371-3633
Fax:- 718-576-1750, E-mail:- abhattacharjee@gmail.com
www.ajtaxaccounting.com

www.jonmobhumi.com

For Online Advertisement:
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com

www.jonmobhumi.com

রাজেশ্বরী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী

With best Compliments from:

New York Comprehensive Cardiology, PLLC

Cardiovascular & Primary Care Treatment Center

Comprehensive diagnostic testing (EKG, Echo,. Nuclear Stress Test Vein study and treatment Coordinated primary care, Hypertension, High Cholesterol,. Diabetes,. Asthma, COPD. Men's Health including erectile dysfunction, Wellness counseling, Full-service fertility center

Sanjeev Palta, MD, FACC
Board Certified Interventional Cardiologist

Vidya Palta, MD
Board Certified Reproductive Endocrinologist

Pratap C. Das, MD
Board Certified Primary Care Physician
Solai Buchanan, MS, RD, CDE
Registered Dietitian & Certified Diabetes Educator

On Premise other specialty services: Urology, Podiatry, Electrophysiology
Hospital Affiliations: New York Methodist Hospital, Mount Sinai Medical Center

NYCC location:
95 Wyckoff Avenue,
Brooklyn, NY 11237
Tel: 718-821-6285
www.nycheartcenter.com

Fertility Center:
108-48 70th Road, Suite 2F,
Forest Hills, NY 11375
Tel: (718) 793-7752
www.ivfinnewyork.corn

www.newyorkpujaassociation.org

www.jonmobhumi.com

Editor: Ratan Talukder, Published by Jonmobhumi group Inc. 37-39-74 street,Jacktion Height,NY-11372.Tell: 718-380-6712 Cell: 646-327-7964,E-mail: Jonmabhumi@gmail.com